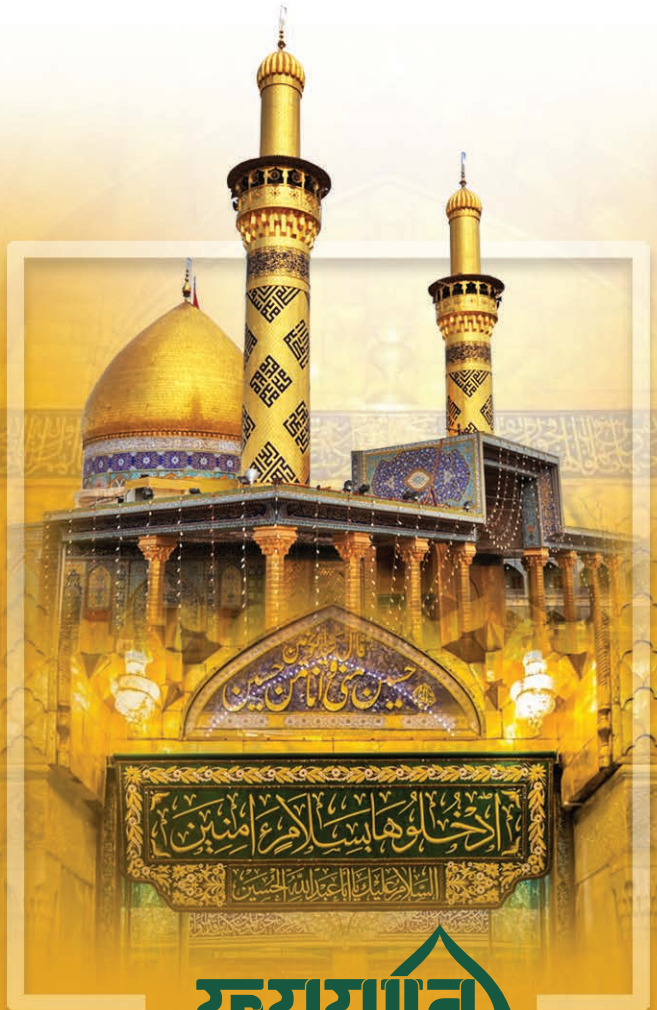

ফয়যানে মদীনা

আগষ্ট ২০২২

১. তাফসীরে কুরআন (স্বাদহীন গুনাহ)
২. মাটি ঘোড়াকে আঁকড়ে ধরলো
৩. দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত
৪. এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি
৫. তালাকের স্তর সমূহ
৬. অক্ষর সাজান
৭. শিশুদের জন্য মোবাইল এবং স্যোশাল মিডিয়ার ব্যবহার

প্রকাশনায় :
মাকতাবাতুল মদীনা
MAKTABA TUL MADINA
মাকতাবাতুল মদীনা

Presented by :
Translation Department (Dawat-e-Islami)

ফয়যানে মদীনা

আগষ্ট ২০২২

উপস্থাপনায় :

অনুবাদ বিভাগ

দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায় :

মাকতাবাতুল মদীনা

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাদানী চ্যানেল বাংলা

দেখতে থাকুন

তাফসীরে কুরআনে করীম

স্বাদহীন গুনাহ



মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

(اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ؕ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۱﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমানদের উক্তি তো এই যখন **আল্লাহ** ও **রাসূলে**র দিকে আহ্বান করা হয়, এ জন্য যে, **রাসূল** তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, তখন তারা আরয করে: আমরা শ্রবণ করলাম ও হুকুম মান্য করলাম আর এসব লোকই সফলকাম। (পারা ৮, আন নূর, ৫১)

তাফসীর: এই আয়াতে **আল্লাহ পাক** মুমিনের শান বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পদ্ধতি হলো **আল্লাহ পাকে**র সকল হুকুম মান্য করা এবং **তাঁর** সামনে নিজের মাথা নত করে দেয়া। **আল্লাহ পাকে**র হুকুমের উপর আমল করার নাম হলো "আনুগত্য" আর হুকুমের উপর আমল না করার নাম হলো "গুনাহ অর্থাৎ অবাধ্যতা"। অবাধ্যতার জন্য কুরআনে মজীদে অনেক শব্দ বর্ণিত হয়েছে, যেমন; "ফিসক, উদওয়ান, হারাম" ও "ইসম" ইত্যাদি, কুরআনে পাকে রয়েছে:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ)

অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পর পরামর্শ করো তখন গুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরমার্শ করো না। (পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত ৯) এই সকল শব্দের মধ্যে গুনাহের অর্থ হলো একই রকম।

গুনাহের কিছু বিস্তারিত বিবরণ: গুনাহ ছোট হোক বা বড়, গোপন হোক বা প্রকাশ্য, এতে স্বাদ থাকুক বা না থাকুক, সর্বাবস্থায় গুনাহ গুনাহই আর **আল্লাহ** পাকের পক্ষ থেকে হওয়া গ্রেফতারের ব্যাপারে আমরা জানিনা যে, কোন গুনাহের জন্য গ্রেফতার করবেন। আমাদের সমাজে গুনাহের প্রচলন এমন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যুবকদের মাঝে এরূপ গুনাহও অধিকহারে দেখা যাচ্ছে যে, যাতে কোন স্বাদ ও আকর্ষণও নেই, ব্যস অযথা বিভিন্ন অভিনেতা, গায়ক এবং খারাপ লোকদের পেছনে লেগে সেই কাজ করা শুরু করে দেয়, যেমন; **পুরুষের কানে দুল, আঙ্গুলে স্বর্ণ বা সাধারণ ধাতুর আংটি, হাতে ব্রেসলাইট, কড়া ও গলায় ধাতুর চেইন পরা, অনুরূপভাবে শর্টস এর নামে এমন ছোট প্যান্ট পরা, যাতে হাঁটু ও উরু দেখা যায়, শরীরে ট্যাটু (রঙ বেরঙের স্থায়ী ডিজাইন) বানানো, অনুরূপভাবে দাঁড়ি আশ্চর্য ধরনের ফ্যাশনের কাট সাট করা।** এই আশ্চার্য ধরনের

স্বাদহীন গুনাহ যে, নিজের ধারনায় নিজেকে কিছুটা অনন্য মনে করা আর বাস্তবে কিছুই অর্জন হয়না।

এই গুনাহের কারণঃ এরূপ গুনাহ সম্পাদনের **দু'টি কারণ হয়ে থাকে। একটি হলো অজ্ঞতা** যে, সেই বিষয়টি গুনাহ হওয়াই না জানা।

দ্বিতীয় কারণটি হলো নফস ও শয়তানের অনুসরন এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আমল করার আগ্রহ না থাকা।

উভয় কারণই মুসলমানে আখিরাতকে ক্ষতি সাধনকারী এবং তার ঈমানী চেতনার পরিপন্থি। এই দু'টি কারণ শেষ করার পদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

গুনাহ সম্পাদনের প্রথম কারণ "অজ্ঞতা" এর প্রতিকার!

প্রথম কারণ হলো অজ্ঞতা আর উপরে বর্ণিত স্বাদহীন গুনাহের ব্যাপারে এর সমাধান হলো যে, শরয়ী হুকুম এবং এই গুনাহের শাস্তি সম্পর্কে জেনে নেয়া। আসুন! শরীয়াতের আহকাম ও গুনাহের শাস্তি পাঠ করিঃ

প্রথম গুনাহঃ স্বাদহীন গুনাহের স্পষ্ট ও সাধারণভাবে পাওয়া উদাহরণ হলো বিভিন্ন ধাতুর কড়া এবং শরয়ী মানদন্ড থেকে সরে পরিধান করা আংটি। শরীয়তের হুকুম হলো, পুরুষের জন্য রূপার সাড়ে চার মাশার কম ওজনের এক পাথর বিশিষ্ট একটি আংটি ব্যতীত কোন ধরনের ধাতুর আংটি বা কড়া ইত্যাদি কিছুই জায়িয নেই, যেমনটি এক ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট এলো, সে পিতলের আংটি পরিধান করে রেখেছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ কি ব্যাপার, আমি তোমার মাঝে মুর্তির গন্ধ পাচ্ছি? সে সেই আংটি খুলে ফেলল, অতঃপর আবার এলো তখন লোহার আংটি পরিধান করে রেখেছিলো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ কি ব্যাপার, আমি তোমার নিকট জাহান্নামীদের অলঙ্কার দেখছি? সে তাও খুলে ফেলল এবং আরয করলোঃ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি কোন জিনিসের আংটি বানাবো? **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ রূপার আংটি বানাও এবং এক মিশকাল অর্থাৎ সাড়ে চার মাশা পূর্ণ করো না। (আবু দাউদ, ৪/১২২, হাদীস ৪২২৩)

দ্বিতীয় গুনাহঃ অনেক যুবক বর্তমানে লোহার কড়া বা অন্যান্য বিভিন্ন ধাতুর ব্রেসলেটও (Bracelet) পরিধান করে থাকে, এটাও নাজায়িয ও গুনাহ। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষদের কড়া পরিধানে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, অতএব **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির হাতে পিতলের কড়া দেখলেন, তখন ইরশাদ করলেনঃ তোমার প্রতি আফসোস, তুমি কি করলে? সে আরয করলোঃ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা আমি অসুস্থতার কারণে পরিধান করেছি। তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেনঃ এতে তোমার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাবে। এই কড়া খুলে নাও, কেননা যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তবে তুমি কখনোই কল্যাণ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩৩/২০৪, হাদীস ২০০০০)

তৃতীয় গুনাহঃ ছেলেরা নিজেদের কানে দুল পরিধান করা, এটা নাজায়িয ও হারাম, কেননা কানের দুল পরিধান করা মহিলাদের কাজ আর পুরুষদের হুকুম হলো যে, তারা যেনো মহিলাদের

সামঞ্জস্যতা না করে, আর যেই পুরুষ মহিলাদের সামঞ্জস্যতা করলো তার প্রতি অভিশাপ, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সকল পুরুষদের প্রতি যারা মহিলাদের সামঞ্জস্যতা করে এবং ঐ সকল মহিলাদের প্রতি যারা পুরুষের সামঞ্জস্যতা করে থাকে, অভিশাপ দিয়েছেন। (বুখারী, ৪/৭৩, হাদীস ৫৮৮৫)

চতুর্থ গুনাহ: পুরুষের স্বর্ণ রৌপ্যের চেইন পরিধান করা, এটাও পুরুষের জন্য হারাম, কেননা রূপা বা স্বর্ণের চেইন পরিধান করা মহিলাদের জন্য জায়িয, আর পুরুষদের জন্য রূপার আংটি বিশেষ শর্তাবলী সহকারেই জায়িয, তা ব্যতীত স্বর্ণ বা রূপার কোন ধরনের অলঙ্কার পুরুষের জন্য হালাল নয়। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** ডান হাতে স্বর্ণ আর বাম হাতে রেশম ধরে হাত উঁচু করে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন: এই দু'টি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম আর মহিলাদের জন্য হালাল। (ইবনে মাজাহ, ৪/১৫৭, হাদীস ৩৫৯৫)

পঞ্চম গুনাহ: "শর্টস/Shorts" (ছোট সাইজের প্যান্ট) পরিধান করা। বর্তমানে ছেলেরা গলি, সড়কে এমন শর্টস (ছোট সাইজের প্যান্ট) পরিধান করে ঘুরে বেড়ায়, যা পরার পর হাঁটু ও উরু খোলা থাকে, অথচ হাঁটু ও উরু সতর অর্থাৎ গোপন করার অঙ্গের অন্তর্ভূক্ত, যেমনটি **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গমন করেন তখন তার উরু খোলা ছিলো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিজের উরু ঢেকে রাখো, কেননা এটাও পুরুষের সতরের (পর্দার) অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪/২৯৫, হাদীস ২৪৯৩) অনুরূপভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষ করে "হাঁটু"র ব্যাপারে ইরশাদ করেন: হাঁটু সতরের অন্তর্ভূক্ত, অর্থাৎ সতরের (গোপন করার অঙ্গ) অংশ। (দারে কুতনী, ১/৪৩১, হাদীস ৮৮৯)

ষষ্ট গুনাহ: শরীরে বিভিন্ন ডিজাইনের ট্যাটু বানানো। এই কাজ **আল্লাহ পাকের** বানানো জিনিসকে পরিবর্তন করা, যা হারাম এবং শয়তানি কাজ। কুরআনে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে:

(وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ) **অনুবাদ:** (শয়তান বললো) এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে বলবো যে, তারা **আল্লাহর** সৃষ্ট বস্তুগুলোকে বিকৃত করবে। (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১১৯) আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ হোক ট্যাটু অঙ্কনকারী ও যারা অঙ্কন করাই তাদের উপর, যারা চুল উপড়াই তাদের উপর এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ফাঁককারীদের ও **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টিকে পরিবর্তন কারীদের উপর। (বুখারী, ৪/৮৭, হাদীস ৫৯৪৮) (ট্যাটু হলো যা, চামড়ার উপর সুঁই বিদ্ধ করে কোন রঙ ইত্যাদি পূর্ণ করা, এটা ট্যাটু বানানো অনেক পুরোনো পদ্ধতি।)

সপ্তম গুনাহ: দাঁড়ি মুন্ডন করা বা এক মুষ্টি থেকে কমিয়ে বিভিন্ন ফ্যাশনের দাঁড়ি রাখা। যুবকদের অধিকংশকেই এই ওয়াজিব বর্জন করতে দেখা যায়, অথচ দাঁড়ি সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা ওয়া মুতাওয়ারিসা, দ্বীনি ও ধর্মীয় চিহ্ন এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ডজন খানেক হাদীসে দাঁড়ি রাখার আদেশ দিয়েছেন। অতএব একবার ইরশাদ করেন: মুশরিকদের বিরোধীতা করো এবং দাঁড়ি বৃদ্ধি করো আর গোঁফ ছোট করো। হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا যখন হজ্জ বা ওমরা করলেন তখন তিনি তাঁর

দাঁড়িকে এক মুষ্টির মধ্যে নিলেন এবং নিচে যা মুষ্টির বেশি ছিলো, তা কেটে ফেললেন। (বুখারী, ৪/৭৫, হাদীস ৫৮৯২)

গুনাহ সম্পাদনের দ্বিতীয় কারণ ও এর প্রতিকার!

দ্বিতীয় কারণ নফস ও শয়তানের অনুসরণ এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর আমল করার আগ্রহ না থাকা। এই অবস্থা বান্দাকে সকল প্রকার গুনাহ করাতে প্রস্তুত ও আগ্রহী করে তুলে। **এই কারণের প্রতিকার ও চিকিৎসা হলো, আল্লাহ পাকের হুকুমের প্রতি দৃষ্টি থাকা**, আমাদের পাক পরওয়ারদিগার আমাদের কি হুকুম দিয়েছেন, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

(وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ ؕ) **অনুবাদ:** আর ছেড়ে দাও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ। (পারা ৮, আল আনআম, আয়াত ১২০) **আর এতেও মনোযোগ থাকা** যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ছোট বড় ভাল ও মন্দ মানুষের সামনে আনা হবে, যেমনটি হযরত লুকমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর সন্তানকে বলেন:

(یٰبُنَیَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ(۱۶)) **অনুবাদ:** হে আমার পুত্র! মন্দকাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা কঙ্করময় ভূমিতে কিংবা আসমান গুলোতে অথবা যমীনের মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন, **আল্লাহ** সেটা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় **আল্লাহ** প্রত্যেক সুক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাতা, অবহিত। (পারা ২১, সূরা লুকমান, আয়াত ১৬) **আর বান্দা ঐ সময়কে স্মরন করবে** যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন সমস্ত ছোট বড় আমল তাতে লিখা থাকবে এবং গুনাহের প্রতি কিরূপ লজ্জিত হবে, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

(وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِیْنَ مُشْفِقِیْنَ مِمَّا فِیْهِ وَ یَقُوْلُوْنَ یٰوَیْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا یُغَادِرُ صَغِیْرَةً وَّ لَا كَبِیْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَ لَا یَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا(۴۹)) **অনুবাদ:** আর আমলনামা রাখা হবে, অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা তার লিখন থেকে ভীত থাকবে এবং বলবে; হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এ লিপিটার কি হলো! সেটা তো না এমন কোন ছোট গুনাহকে বাদ দিয়েছে, না বড়কে, যা তাকে পরিবেষ্টন করে নেয়নি। আর তারা নিজেদের সব কৃতকর্ম সামনে পাবে; আর আপনার **প্রতিপালক** কারো উপর অত্যাচার করেন না। (পারা ১৫, কাহাফ, আয়াত ৪৯)

আল্লাহর দোহাই! নিজের আখিরাতের চিন্তা করুন এবং সাধারণত সকল প্রকার গুনাহ ও বিশেষকরে এই ধরনের স্বাদহীন গুনাহ (**কানে দুল, আঙ্গুলে স্বর্ণ বা সাধারণ ধাতুর আংটি, হাতে ব্রেসলেট, রিং এবং গলায় ধাতুর চেইন পরা, অনুরপভাবে শর্টসের নামে এমন ছোট প্যান্ট পরা, যাতে হাঁটু এবং রান দেখা যায়, শরীরে ট্যাটু (রঙ বেরঙের স্থায়ী ডিজাইন) বানানো, দাঁড়ির আশ্চার্য ধরনের ফ্যাশনের কাট সাট করা**) ছেড়ে দিন, কেননা এতেই দুনিয়ার নিরাপত্তা ও আখিরাতের মুক্তি নিহিত। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার প্রেরণা ও তৌফিক দান করুক। اٰمِین



একটি ঘটনা একটি মুজিযা

মাটি ঘোড়াকে আঁকড়ে ধরলো

আরশাদ আসলাম আত্তারী মাদানী

টিউশন থেকে আসার পর সুহাইব বললো: আম্মাজান! আমাকেও দেখান! আপনি কি কি শপিং করেছেন, উম্মে হাবীবা রুমে এলো এবং নিজের হাত দেখিয়ে বললো: দেখো সুহাইব! আমার চুরি। বাহ! আপু এটা খুবই সুন্দর, আমাকেও দেখান।

সুহাইব শপিং ব্যাগ উপুড় করে দিয়ে বললো: আম্মাজান আরো দেখান! আমার জন্য কি কিনেছেন? আম্মাজান বললো: আপনার জন্য তো আমি কিছুই আনিনি, আমি তো শুধু আপুর জন্য শপিং করতে গিয়েছিলাম। সুহাইব কাঁন্নার মতো মুখ বানালো ও অসন্তুষ্ট হয়ে পাশে বসে গেলো।

দাদাজান রুমে এলেন, সুহাইবের মুড অফ দেখে বলতে লাগলেন: সুহাইব কি হলো? সুহাইব দাদাজানকে অভিযোগ করে বললো: সবাই নিজ নিজ শপিং করে নিয়েছে আর আমার জন্য কিছুই আনেনি। সুহাইব রাগ করে বললো: এখন আমি আপুর চুরি রেখে দিবো এবং আর ফিরিয়েও দিবো না।

দাদাজান সুহাইবকে কোলে বসালেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললেন: সুহাইব তো ভাল ছেলে, আর যারা ভাল ছেলে হয়ে থাকে তারা জিদ করে না। দাদাজান সুহাইবের মুড ঠিক করার জন্য বললেন: আমি তো একটি মুজিযা শুনাতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন তো সুহাইবের মুড অফ, তাই মুজিযা তখনই শুনাবো যখন সুহাইবের মুড ঠিক হয়ে যাবে।

মুজিযার কথা শুনতেই সুহাইব নিজের জেদ ভুলে গেলো এবং দাদাজানের সামনে বসে গেলো। খুবাইব খুশি হয়ে বললো: **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মুজিযা সুহাইব খুবই পছন্দ করে।** দেখো! কিভাবে নিজের জেদ দূর হয়ে গেলো। সুহাইব খুশি হয়ে বললো: চুপ! সবাই দ্রুত চুপ হয়ে যাও! দাদাজান শুনানো শুরু করেছেন:

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কায় শুভাগমন করেন, সেখানে অধিকাংশ লোক কাফের ছিলো, **তিনি** মক্কাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত

দিলেন, **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান আনয়ন ও মুসলমান হওয়ার জন্য বললেন। **তাঁর** সুন্দর কথা শুনে কিছু লোক তো মুসলমান হয়ে গেলো কিন্তু কিছু কাফের এমন ছিলো, যাদের মানুষের মুসলমান হওয়া ভালো লাগলো না।

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান! মুসলমান হওয়া তো ভাল বিষয়, তবুও কাফেরদের খারাপ লাগলো কেন? দাদাজান বললেন: তারা নিজেরা কাফের ছিলো, ব্যস এটাই চাইতো যে, সাবাই কাফেরই থাকুক, কেউ যেনো মুসলমান না হয়, এটাই কারণ ছিলো যে, যখন মানুষ ধীরে ধীরে মুসলমান হতে লাগলো তখন কাফেররা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র শত্রু হয়ে গেলো এবং **তাঁকে** কষ্ট দেয়া শুরু করে দিলো, এমনকি কাফেররা **তাঁর** প্রাণনাশের পরিকল্পনা করলো। **আল্লাহ পাক** আপন **নবীকে** কাফেরের এই পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন এবং মক্কা শহর ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে বললেন।

কিছুদিন পর কাফেররা রাতের বেলা **তাঁর** ঘর ঘিরে নিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা ইয়াসিন পাঠ করে ঘর থেকে বের হলেন এবং তাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু কোন কাফের দেখলোই না। কাফেররা যখন সকাল বেলা জানতে পারলো তখন তারা খুবই রাগান্বিত হলো। খুবাইব প্রশ্ন করলো: দাদাজান! কাফেররা তো এটাই চাইছিলো যে, আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা থেকে চলে যাক, এখন তো তাদের খুশি হওয়া উচিৎ ছিলো, তবে কাফেররা রাগান্বিত হয়েছিলো কেন? দাদাজান বললো: কাফেররা আমাদের **প্রিয় নবীকে** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রাণে মারার পরিকল্পনা করেছিলো, তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো, তাই তারা রাগান্বিত হয়েছিলো।

দাদাজান কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেলেন অতঃপর বললেন: কিন্তু! **প্রিয় নবী** চলে যাওয়ার পরও কাফেররা যেকোন ভাবেই তাদের পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে চেয়েছিলো, তাই তারা ঘোষণা করলো, যে **প্রিয় নবীকে** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিয়ে আসবে তাকে অনেক পুরস্কার দেয়া হবে।

হযরত সুরাকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও এই ঘোষণা শুনেছিলো। তখনও তিনি মুসলমান হননি। পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের **নবীর** সাহাবী হয়ে গিয়েছিলেন। যতক্ষণ তিনি মুসলমান হননি তার ভালো মন্দের জ্ঞান ছিলোনা। তাই হযরত সুরাকা পুরস্কার লাভের জন্য আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্ধানে বের হয়ে গেলো।

তিনি পিছু করতে করতে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট চলে গিয়েছিলেন। তিনটি শিশুই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা! অতঃপর কি হলো দাদাজান? তবে কি তিনি **প্রিয় নবীকে** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত্রুদের নিকট নিয়ে গিয়েছিলো? দাদাজান উচ্চস্বরে বললো: তার মাঝে এতো সাহস ছিলো না যে, সে আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীর মুবারকে হাত লাগাবে!

হযরত সুরাকা সামনে অগ্রসর হতেই **তার ঘোড়ার পা মাটিতে ধ্বসে গেলো, এভাবে বুঝে**

নাও, যেনো মাটি ঘোড়াকে আটকে দিলো। এটা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **মুজিযাই ছিলো, যা ঘোড়ার পা মাটিতে ধ্বসে গিয়েছিলো।**

হযরত সুরাকা ঘোড়া বের করার অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু বের করতে পারলো না। সে ভয় পেয়ে গেলো ও বলতে লাগলো: আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। খুবাইব বললো: এরপর কি হলো দাদাজান? তার ঘোড়া কিভাবে বের হলো? দাদাজান বললেন: **আমাদের নবী তো অতি উত্তম, মানুষের প্রতি খেয়াল রাখতেন, হযরত সুরাকা তো তখন মুসলমান ছিলো না, তাঁর সাহাবীও ছিলো না, শত্রু ছিলো, তবুও তাকে সাহায্য করলেন। আর তাকে পেরেশানি থেকে বাঁচালেন।**

উম্মে হাবীবা বললো: দাদাজান কিভাবে সাহায্য করলেন? দাদাজান বললেন: আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথা তো সকলই মানতো, জমিন, আসমান, সূর্য, চাঁদ সবকিছুই, **তিনি** দোয়া করলেন, তখন জমিন ঘোড়াকে ছেড়ে দিলো। এভাবে আমাদের **নবী** তার পেরেশানি দূর করে দিলেন। (বুখারী, ২/৫৯৩, হাদীস ৩৯০৬)

আমাদের **নবী** তো জানতেন যে, হযরত সুরাকা পুরস্কারের জন্য পিছু পিছু এসেছে, **আল্লাহ পাক আমাদের নবীকে সবার ফিউচার (ভবিষ্যৎ) জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি হযরত সুরাকার ফিউচারও জানতেন** যে, তার আগামী দিন কিরূপ হবে। তিনি হযরত সুরাকার ফিউচার জানাতে গিয়ে বললেন: সুরাকা তুমি (ইরানের বাদশাহ) কিসরার স্বর্ণের কঙ্কন পরিধান করবে।

উম্মে হাবীবা বললো: তবে কি তিনি স্বর্ণের কঙ্কন পরিধান করেছিলেন? দাদাজান খুশি হয়ে বললেন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বলে দিলো তবে তো তা হবেই। কিছুদিন পর হযরত সুরাকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের **নবী**র সাহাবী হয়ে গেলেন।

অনেক বছর পর মুসলমানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাসনকালে কাফের ও মুসলমানের মাঝে যুদ্ধ হলো, যাতে মুসলমানরা ইরান জয় (Win) করলো তখন তারা অনেক ধন-সম্পদ লাভ করে, এতে বাদশাহের কঙ্কনও ছিলো, হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই কঙ্কন হযরত সুরাকা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে পরিয়ে দিলেন। এভাবেই আমাদের প্রিয় **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ফিউচারের কথাও পূরণ হয়ে গেলো। (শরহে যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ২/১৪৫)

সুহাইব বললো: দাদাজান ফিউচারের বিষয় জানানোও কি আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মুজিযা নয়? দাদাজান বললেন: জি হ্যাঁ! আর এরূপ মুজিযা অনেক রয়েছে। তা আমি আপনাকে পরবর্তীতে শুনাবো। আসুন! আপনার জন্য গিফট আনতে যাই, সুহাইব দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলো আর দাদাজানের সাথে চলে গেলো।

আলোকিত নক্ষত্র

হযরত আবু সাঈদ খুদরী

رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

মাওলানা আদনান আহমদ আত্তারী মাদানী



একজন সাহাবীয়ে রাসূল বলেন, আমার সম্মানিত পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো, তাঁর উত্তরাধিকারে কোন সম্পদ ছিলো না, অতএব আমরা খুবই অভাবে পড়ে গেলাম, আম্মাজান আমাকে বললেন: হে আমার সন্তান! তুমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে এসো, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামের বৈঠকে উপবিষ্ঠ ছিলেন, আমি খেদমতে উপস্থিত হলাম, সালাম করলাম ও বসে গেলাম, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে ইরশাদ করলেন: যে সম্পদ চায়, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্পদশালী করে দেন, যে প্রার্থনা করা ব্যতীত চায় **আল্লাহ পাক** তাকে বাঁচিয়ে নেন, যে নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জিনিস চায় **আল্লাহ পাক** তাকে দান করে দেন। আমি (মনে মনে) বললাম: আমি কিছুই চাইনা, অতএব কোন কথাই বললাম না এবং বাড়ি ফিরে এলাম, আম্মাজান জিজ্ঞাসা করলে তখন আমি সম্পূর্ণ বিষয়টি জানালাম, অবশেষে **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ধৈর্যের তৌফিক দ্বারা ধন্য করলেন আর আমাদের রিযিকও দিলেন। এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে: **আল্লাহ পাক** এত রিযিক দিলেন যে, আমি জানিনা যে, আনসার পরিবারে আমাদের চেয়ে কেউ সম্পদশালী ছিলো কিনা।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৮৭-৩৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কিশোর আনসারী সাহাবী ছিলেন মহান মুহাদ্দীস, মুফতীয়ে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর আসল নাম **সাআদ বিন মালিক বিন সিনান**, তাঁর বংশ প্রধানের নাম ছিলো "খুদরা" তাই তাকে "খুদুরী" বলা হয়। (ইরশাদুস সারী, ১/১৭৩, ১৯নং হাদীসের পাদটীকা) **ফযীলত ও মর্যাদা:** তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের অংশীদার ছিলেন, তিনি আসহাবে সুফফার অন্তর্ভূক্ত, জ্ঞানের পাহাড় ছিলেন, অনেকদিন ফতোয়া দিয়েছেন। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩৬) একবার তিনি অসুস্থ হলে তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে দেখতে আসেন, তাঁর বোন ছাগলের সামনের পা উপস্থাপন করলেন তখন **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তা থেকে কিছু

আহার করলেন। তিনি ঐ মহান সাহাবীর সন্তান, যাঁর ব্যাপারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ঐ ব্যক্তি দেখা পছন্দ করবে যে, যাঁর রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে তবে সে মালিক বিন সিনানকে দেখে নাও। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৮০,৩৮৫,৩৯০) কেননা উহুদের যুদ্ধে যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা আঘাতপ্রাপ্ত হলো তখন হযরত মালিক বিন সিনান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রবাহিত হওয়া রক্ত ভক্তির কারণে চুষে চুষে পান করে নিলেন এবং একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দেননি। (যুরকানি আলাল মাওয়াহেব, ২/৪২৬) **বাল্যকালের কিছু স্মৃতি:** তিনি বলেন: উহুদের যুদ্ধের সময় আমি ১৩ বছরের ছিলাম, আমার পিতা আমার হাত ধরে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! এই ছেলে যদিও খাটো কিন্তু মোটা (অর্থাৎ শক্তিশালী) হাড়ের মালিক। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়ার দৃষ্টি তুললেন এবং নত করে নিলেন অতঃপর ইরশাদ করলেন: একে ফিরিয়ে দাও, আব্বাজান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। (তালকিহ ফাহুমু আহলিল আসার, ১৫৪ পৃষ্ঠা) অতঃপর যখন আমি এই সংবাদ পেলাম যে, উহুদের ময়দানে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন তখন আমি গোত্রের কয়েকজন ছেলেকে সাথে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম, আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপেক্ষা করতাম, আমরা তো শুধু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্যাণ ও নিরাপত্তার অপেক্ষায় ছিলাম, অতঃপর একদিন আমি একটি উপত্যকার দিক থেকে কিছু লোক আসতে দেখলাম, আমাদের মনোযোগ শুধুমাত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সত্তার প্রতি ছিলো, আমরা রাসূলে পাকের দিকে চেয়ে ছিলাম যখন ইসলামী সৈন্যরা মদীনায় ফিরে আসলো তখন আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যিয়ারতের জন্য বাইরে বের হয়ে এলাম, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি সাআদ বিন মালিক? আমি আরয করলাম: আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! জি হ্যা, আমিই সাআদ বিন মালিক। অতঃপর আমি নিকটে গেলাম, তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় ছিলেন, আমি হাঁটু মুবারকে চুমু দিলাম, অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার পিতা শহীদ হয়ে গেছে, **আল্লাহ পাক** তোমার পিতার কারণে তোমাকে প্রতিদান দান করুক। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৮৫) **ইবাদত:** তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক বেশি নফল নামায আদায় করতেন, চাশতের নামায পড়ার জন্য আসতেন আর অনেক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন এবং যোহরের সময় এসে যোহরের নামায আদায় করতেন। (আল হাভী লিল ফাতাওয়া, ১/৫৪) **পাঠদান:** তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মানুষকে কুরআনে পাকের শিক্ষা দিতেন এবং পদ্ধতি এমন হতো যে, তিনি কুরআনের ৫টি আয়াত সকালে আর ৫টি আয়াত সন্ধ্যায় শিখাতেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৯১) একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস তাঁর ছেলে হযরত আলী ও শাগরেদ হযরত ইকরামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ কে বললেন: তোমরা দু'জন হযরত আবু সাঈদ খুদুরীর নিকট যাও এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীসে মুবারাকা শুনো। যখন এই দু'জন মনিষী তাঁর নিকট পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর বাগান ঠিক করছিলেন,

তাঁদেরকে দেখে তিনি তাঁর চাদর নিলেন এবং তাদেরকে নিজের সাথে জড়িয়ে নিলেন অতঃপর হাদীসে পাক শুনানো শুরু করে দিলেন। (বুখারী, ১/১৭১, হাদীস ৪৪৭) **লড়াইয়ের সক্ষমতা:** ৫ হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ ছিলো সর্বপ্রথম যুদ্ধ, যাতে তিনি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মোট ১২টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (ইস্তিয়াব, ২/১৯৭) আর খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ান যুদ্ধে হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে ছিলেন। **বাসস্থান:** তিনি হযরত খোযাইফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জীবদ্দশায় মাদায়িন আগমন করেছিলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাসস্থান মদীনা মুনাওয়ারায় রাখেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৮২-৩৮৩) **পরীক্ষা:** ৬৩ হিজরীতে হাররাহ ঘটনার ফিতনায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ঘরে বন্ধ হয়ে বসে গেলেন, কিছু সিরিয়ান লোক ঘরে ডুকে গেলো এবং বলতে লাগলো: যা কিছু আপনার নিকট রয়েছে তা বের করুন, তিনি বললেন: আমার নিকট কিছুই নেই, এতে সেই অত্যাচারীরা তাঁর দাঁড়ি মুবারকের লোম ছিড়ে নিলো এবং অত্যাধিক প্রহার করা হয়, অতঃপর তাঁকে একটি পিলারের সাথে বেঁধে রাখে আর বাড়ির অতি সামান্য মালামালও জড়ো করতে শুরু করে, এমনকি বালিশ ও বিছানার রুই বের করে ফেলে দেয়া হয়েছে আর তাঁর বর্শা নিয়ে চলে যায়, এক লোকতো যাওয়ার সময় বাড়িতে থাকা কবুতরের জোড়াও সাথে নিয়ে যায়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৯৫) **অসিয়ত ও ওফাত:** একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ছেলেকে বললেন: আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এবং আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তুমি আমার হাত ধরো, অতঃপর ছেলের সাহায্য নিয়ে জান্নাতুল বাক্বীতে এমন জায়গায় গমন করলেন, যেখানে কারো কবর ছিলোনা, সেখানে বললেন: যখন আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে তখন আমাকে এখানে দাফন করো। তিনি একবার সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উপস্থিতিতে এই অসিয়ত করেছেন: যখন আমি মারা যাবো তখন আমাকে আমার ঐ কাপড়ে কাফন দিও, যা আমি নামাযে পড়তাম এবং **আল্লাহ**র যিকির করতাম। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৯৬-৩৯৭) তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন, আক্রান্ত হলেন তখন কিছু লোক দেখার জন্য এলো, তখন তিনি বেহুঁশ ছিলেন, কিছুটা উন্নতি হলো তখন লোকেরা বললো: নামাযের সময় হয়েছে, তিনি বললেন: আমি ইশারায় নামায পড়ে নিয়েছি এবং তা আমার জন্য যথেষ্ট। (মুসান্নিফ আবী শায়বা, ২/৫১৩, হাদীস ২৮৪৩। তারিখে ইবনে আসাকির, ২০/৩৯৫) তিনি ৮৬ বছর বয়স লাভ করে ৭৪ হিজরীর শুরুতে (মুহাররম মাসে) শুক্রবার মদীনা পাকে ওফাত লাভ করেন। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩৬। আসাদুল গাবা, ২/৪৩৩) **হাদীসের সংখ্যা:** তাঁর কাছ থেকে বর্ণনাকারী সাহাবীর মধ্যে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নাম তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। (তারিখে বাগদাদ, ১/১৯২) তাঁর কাছ থেকে ১১৭০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আলামু লিয যুরকালি, ৩/৮৭) বুখারী ও মুসলিম ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, এককভাবে বুখারীতে ১৬টি আর মুসলিমে ৫২টি হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১/৩৬)

ব্যবসার আহকাম

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী



মুদারাবায় ক্ষতি কি আর এর নিয়ম কিরূপ?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যায়েদ ব্যবসা করার জন্য বকরকে পাঁচ লাখ টাকা দিলো এবং এরূপ চুক্তি করলো যে, লাভ আমাদের মাঝে সমান সমান ভাগ হবে আর ক্ষতিতেও উভয়ের সমান অংশীদার হবে তবে কি এমতাবস্থায় ব্যবসা করা বিশুদ্ধ হবে? আর এই চুক্তিতে ক্ষতি কখন বিনিয়োগকারীর (Investor) উপর আসবে?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তর: প্রথমতঃ তো এটা মনে রাখতে হবে যে, এক ব্যক্তির বিনিয়োগ আর অপরের শুধু পরিশ্রম হলে তবে শরয়ী পরিভাষায় এই পদ্ধতিকে **"মুদারাবাত"** বলা হয়। মুদারাবাতে ক্ষতির নিয়ম হলো যে, মুদারিব (পরিশ্রমকারী অংশীদার) শুধু নিজের অলসতায় হওয়া ক্ষতির যিম্মাদার হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ ক্ষতির শর্ত তার সাথে যুক্ত করা বিশুদ্ধ নয়, কেননা এই শর্ত শুরু থেকেই বাতিল।

ফতোওয়ায়ে রযবীয়ায় রয়েছে: **"মুদারিবের যিম্মায় ক্ষতির শর্ত বাতিল** সে নিজের সীমালঙ্ঘন ও অপচয় ব্যতীত কোন ক্ষতির যিম্মাদার নয়, যে ক্ষতি আসলেই হয়েছে সবই বিনিয়োগকারীর পক্ষেই থাকবে।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/১৩১)

বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: **"যদি** (মুদারাবাতে লাগানো) **এই শর্তে লাভের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ জানা না থাকে তবে সেই শর্তই বাতিল আর মুদারাবাত বিশুদ্ধ, যেমন; ক্ষতি যাই হবে তা মুদারিব তথা পরিশ্রমকারী অংশীদারের দায়িত্বে হোক বা উভয়ের দায়িত্বে হোক।"** (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩)

পূর্বের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যদি মুদারিবের (Working Partner) উদসীনতা ব্যতীত মূলধনে (Capital) ক্ষতি হয়ে যায় তবে এই ক্ষতি বিনিয়োগকারীর (Investor) হবে।

অতএব জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যায়েদের, বকর মুদারিবকে (Working Partner) ক্ষতিতে সমান অংশীদার করার শর্তারোপ করা বাতিল ও অহেতুক, কিন্তু এই বাতিল শর্তের কারণে মুদারাবাত বাতিল হবে না।

আর রইলো যে, মুদারাবাতে ক্ষতি কি? আর তা কখন বিনিয়োগকারীর (Investor) দিকে

ফিরে আসে, এ ব্যাপারে আসলেই অনেক ভুল ধারণা পাওয়া যায়, যেমন; অনেক সময় সাধারণত লাভ হওয়াকেও ক্ষতি মনে করা হয়, অথচ এটি সঠিক নয়। **মুদারাবাতে কোন ক্ষতি বিনিয়োগকারীর উপর আসবে, সে ব্যাপারে তিনটি বিষয়কে সামনে রাখা জরুরী।**

(১) প্রথমত হওয়া ক্ষতিকে ব্যবসার লাভ দ্বারা পূরণ করা হবে। অতএব এমতাবস্থায় ক্ষতি পূরণ করার পর লাভের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা উভয় পক্ষের মাঝে নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন করে দেয়া হবে, লাভ অবশিষ্ট না থাকা অবস্থায় কোন পক্ষই লাভ হিসেবে কিছুই পাবেনা।

(২) যদি উভয় পক্ষ ব্যবসার মাঝখানে হিসাব করে লাভ বন্টন করে নিয়ে নেয় এবং মুদারাবাতকে যথারীতি চালু রাখে তবে এখন ক্ষতি হওয়া অবস্থায় এই পূর্ববর্তী বন্টনকৃত লাভ ফিরিয়ে নিয়ে প্রথমত এই লাভ দ্বারা ক্ষতি পূরণ করবে, যাতে মূলধন (Capital) ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। এখানে ফুকাহায়ে কিরাম এই পয়েন্টটি বর্ণনা করেন যে, যদি মুদারাবাতের চুক্তি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় যেমন; ছয় মাস বা এক বছর, এরপরও যদি চালু রাখতে হয় তবে আবারো চুক্তি করে নেয়া হবে তবে এই দ্বিতীয়বার চুক্তি হওয়া অবস্থায় ক্ষতি হলে পূর্ববর্তী চুক্তির লাভ থেকে ক্ষতি পূরণ করা যাবে না।

(৩) ধরুন যদি লাভ থেকে কোনভাবেই ক্ষতি পূরণ করা যাচ্ছে না তবে এখন এই ক্ষতি মূলধনের (Capital) দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় এই ক্ষতি বিনিয়োগকারীই (Investor) গ্রহণ করবে এবং মুদারিবের (Working Partner) শুধু পরিশ্রম নষ্ট হবে, মূলধনে (Capital) হওয়া ক্ষতিতে মুদারিব (Working Partner) কে অংশীদার করা যাবে না।

মুদারাবাতে হওয়া ক্ষতি প্রথমত লাভ থেকে পূরণ করবে, এই বিষয়টির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতে বলেন: **"মুদারাবাতের মাল থেকে যা কিছু নষ্ট হবে তা লাভের দিকে গন্য হবে, মূলধনের ক্ষতি বলে গন্য করা যাবে না**, যেমন; একশত টাকা ছিলো ব্যবসায়, ২০ টাকা লাভ হলো এবং ১০ টাকা নষ্ট হয়ে গেলো, তবে তা লাভ থেকে মাইনাস (বাদ) দেয়া হবে অর্থাৎ এখন ১০ টাকাই লাভ অবশিষ্ট থাকবে, যদি ক্ষতি এতটুকু হয় যে, লভ্যাংশ তা পূরণ করতে পারছে না, যেমন; ২০ টাকা লাভ হলো আর ৫০ টাকা ক্ষতি হলো, তবে এই ক্ষতি মূলধনে হবে, মুদারিব (Working Partner) থেকে সম্পূর্ণ বা অর্ধেকও নিতে পারবে না, কেননা সে হলো আমানতদার আর আমানতদারের উপর জামানত নেই, যদিও সেই ক্ষতি মুদারিবের (Working Partner) কারণই হোক না কেন। হ্যাঁ যদি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে সে ক্ষতি করে থাকে, যেমন; কাঁচের জিনিস ইচ্ছাকৃত সে ফেলে দিলো। এমতাবস্থায় ক্ষতি পূরণ দিতে হবে, কেননা তার এটার অনুমতি ছিলো না। **মূলধন** (Capital) **ও মুদারিব** (Working Partner) **উভয়ে বছরে বা**

ছয়মাসে কিংবা প্রতিমাসে হিসাব করে লাভ ভাগ করে নেয় এবং মুদারাবাত (ব্যবসায়িক চুক্তি) যথারীতি চালু রাখে, এরপর সম্পূর্ণ মাল বা কিছু মাল নষ্ট হয়ে গেলো তবে উভয়েই লাভের ততটুকু পরিমাণ ফিরিয়ে দিবে, যাতে মূলধন পূরণ হয়ে যায় এবং যদি সমস্ত লাভ ফিরিয়ে দেয়ার পরও মূলধন পূরণ না হয় তবে সমস্ত লাভ ফিরিয়ে মালিককে দিয়ে দিবে, এরপর আরো যা অপূর্ণ থাকবে তার ক্ষতিপুরণ নেই।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/১৯,২০)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাজের অংশীদারী ও চুক্তির অংশীদারীর মধ্যে পার্থক্য কি?

প্রশ্নঃ ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, কাজের অংশীদারী ও চুক্তির অংশীদারীর মধ্যে পার্থক্য কি?

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

উত্তরঃ অংশীদারী তিন প্রকারঃ (১) মালিকানা অংশীদারী অর্থাৎ কয়েকজন লোক অংশীদারী চুক্তি ব্যতীতই কোন জিনিসের যৌথ মালিক, যাতে কারো ইন্তিকাল হলো এবং তার মাল ছেড়ে গেলো তখন তার ওয়ারিশ যৌথভাবে সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলো, এটাই হলো মালিকানার অংশীদারী বা দু'জন ব্যক্তি মিলে যৌথভাবে একটি ফ্লাট কিনলো তবে এটাও মালিকানার অংশীদারী। (২) চুক্তির অংশীদারী অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে চুক্তির অংশীধারী করা, যেমন; সাধারণত যৌথ ব্যবসা হয়ে থাকে যে, দু'জন বা এর অধিক ব্যক্তি টাকা জমিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা করে, এটাকে চুক্তির অংশীদারী বলা হয়। (৩) কাজের অংশীদারী অর্থাৎ দু'জন কারিগর কাজ নিয়ে অংশীদারী ভিত্তিতে কাজ করলো এবং যা পারিশ্রমিক পেলো তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো, যেমন; দু'জন দর্জি মিলে বসলো বা দু'জন রিয়েল এস্টেট ব্রোকার মিলে বসলো যে, একত্রে মিলে কাজ করবে, এটাই হলো কাজের অংশীদারীর অবস্থা।

বিঃদ্রঃ- এই মাসআলার বিস্তারিত আহকাম জানার জন্য **বাহারে শরীয়াত ১০ম অংশ** থেকে **অংশীদারীর বয়ান** পর্যবেক্ষণ করুন।

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলাম ও নারী

আমি দ্বীনের জন্য কি করেছি

উম্মে মিলাদ আত্তারীয়া

নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ যে, আমরা মুসলমান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর এই দ্বীন আমরা সহজেই পেয়ে গিয়েছি কিন্তু যদি আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারবো যে, দ্বীনে ইসলামের জন্য অসংখ্য প্রাণ কুরবানি করা হয়েছে, শারীরিক কষ্ট এবং অসুবিধা সহ্য করা হয়েছে, সম্পদ কুরবানি করার পাশাপাশি পরিবার এমনকি সন্তানও কুরবানি করা হয়েছে আর সত্য দ্বীনের উন্নতির জন্য পুরুষের কুরবানি এক জায়গায় কিন্তু এব্যাপারে সাহাবীয়্যা ও নেককার রমনী এবং বুযুর্গ মহিলাদের কুরবানির তালিকাও অনেক দীর্ঘ। অতএব কলেমা পাঠ করার কারণে রাসূলের সাহাবীয়া বিবি সুমাইয়াকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে শহীদ করা হয়েছে, শাহজাদীয়ে রাসূল বিবি যায়নবকে উটনির উপর থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং কিছু দিনের মধ্যে ওফাত লাভ করেছেন, বিবি খুনাসা ময়দানে কাদেসীয়ায় নিজের চার ছেলেকে আল্লাহর পথে দিয়ে দিয়েছেন এবং চারজন শহীদের মা হওয়াতে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, বিবি উম্মে উমারা শুধু উহুদের ময়দানে তেরোটি আঘাতপ্রাপ্ত হননি বরং ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁর একটি হাত কেটে গিয়েছিলো এবং শরীরে বর্শা ও তরবারীর ১২টি আঘাত সহ্য করেছেন, উহুদের যুদ্ধে একজন মহিলা রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবস্থা জানার জন্য নিজের পিতা, ভাই এবং স্বামীর শাহাদাত হওয়াতে কোন ভ্রক্ষেপ করেননি, অনুরূপভাবে হযরত হামনা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর একই সাথে খালু, ভাই এবং স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি ধৈর্যশীলা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন, হযরত সাফিয়া তাঁর ভাই হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এর বেদনাদায়ক শাহাদাতে বলেন: এটি আল্লাহর পথে হয়েছে তাই আমি এতে সন্তুষ্ট রয়েছি, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا তাঁর যৌবনেই রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হিজরতের গোপনীয়তাকে গোপন রাখার জন্য আবু জাহেলের থাপ্পড় সহ্য করেছেন এবং বার্ধক্যে ছেলেকে দ্বীনের জন্য দেয়া কষ্টের বেদনা সহ্য করেন আর ছেলের শাহাদাতে ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ থাকার প্রমাণ রেখেছিলেন।

মহিলারা দ্বীনের খেদমত কিভাবে করবে? এই সকল বুযুর্গ মহিলাদের এই মহান কুরবানি নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের ইসলামী বোন, মা এবং মেয়েদেরকে আমলের পথে আসা এবং দ্বীনের জন্য কিছু করার শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, বর্তমানে আমাদের নিকট প্রাণের কুরবানি চাওয়া হচ্ছে না কিন্তু কমপক্ষে এতটুকু তো হোক যে, বর্তমান সময়ে দ্বীনের সবচেয়ে বড় এবং একনিষ্ঠ সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীকে সঙ্গ দিন এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের সময়, সম্পদ এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসার করা, মন্দের বন্যা রুখতে মগ্ন হয়ে যান। মহিলাদের উচিৎ যে, সর্বপ্রথম দ্বীনের খেদমতের জন্য অন্তরে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করুন, আল্লাহ পাকের নিকট দ্বীনের উত্তম খেদমতের দোয়া প্রার্থনা করুন, সত্য অন্তরে নিজেও এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান এবং নিজের স্বামী, সন্তান এবং অন্যান্য মুহরিমকেও প্রস্তুত করুন, এই পথে দৃঢ়তার জন্য বুযুর্গ মহিলাদের জীবনি স্মরন রাখুন, ভালভাবে দ্বীনের খেদমত করার জন্য দ্বীনি খেদমতের আদবও শিখুন, কেননা অনেক মহিলা দ্বীন সম্পর্কে না জানার কারণে শোধরানোর পরিবর্তে বিগড়ে দেয় এবং এভাবে যাকে দ্বীনের নিকটবর্তী আনার ছিলো সে বিরক্ত হয়ে দ্বীনি কাজ থেকে দূরে চলে যায়, তাই নগন্য পরামর্শ হলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর অধিনে হওয়া কোর্স করে নিন, এছাড়াও অপরকেও শুধু মৌখিক ভাবেই নয় বরং নিজের আচরণ দ্বারাও এমনভাবে দ্বীনের উৎসাহ দিন, নিয়মিত ফরয ও ওয়াজিব ছাড়াও সুন্নাত ও মুস্তাহাবেরও অনুসরণ করুন। আল্লাহ পাক আমলের তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তবে সঠিক কোনটি?

বিষয়ঃ তালাকের স্তরসমূহ ও মহিলাদের প্রতি ইসলামের অনুগ্রহ



মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী

হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিবাহের ধারাবাহিকতা মানব জীবনে খুবই গুরুত্ব বহন করছে। বিবাহ ব্যতীত শারীরিক সম্পর্ক করা পশুদের স্বভাবজাত পদ্ধতি, মানুষের নয়। তাই সকল আসমানি ধর্ম বরং আসমানি নয় এমন ধর্মেও বিবাহকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। বিবাহের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো তালাক, অনেক সময় একই সাথে জীবন অতিবাহিত করা কঠিন হয়ে যায় তখন বিচ্ছেদের পালা এসে যায়। এখন এই বিচ্ছেদের পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিৎ, এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু ইসলামের পদ্ধতি এ সবের মধ্যে মধ্যপন্থী ও উভয়ের জন্য উত্তম। এই পদ্ধতিতে আমল না করে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হয় বা অপরকে ক্ষতি সাধন করে তবে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার, পদ্ধতির প্রতি আপত্তি করা যাবে না এবং এটাই বাস্তবতা যে, ইসলামী পদ্ধতির উপরই পুরোপুরি অনুসরণ করা, এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই।

দাম্পত্য জীবনের প্রথম নির্দেশনা হলো, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অপরকে নিজের জীবনের অংশ, নিজের জন্য সন্তুষ্টি, নিজের গুণাবলীর জন্য অলঙ্কার স্বরূপ আর নিজের ভুলত্রুটিগুলোর জন্য পর্দার স্বরূপ মনে করা, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর **তাঁর** নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য। (পারা ২১, সূরা রোম, আয়াত ২১)

দাম্পত্য জীবনের দ্বিতীয় নির্দেশনা হলো, স্ত্রী-সন্তান থেকে অনেকসময় অজান্তে স্বামীর প্রকৃত উপকারের বিরুদ্ধ কোনো কাজ সংগঠিত হয়ে যায়, যা একপ্রকার শত্রুতা, কিন্তু স্ত্রী সন্তান মূলত শত্রু হয়না, অতএব যদি এমন কিছু হয়ে যায় তবে

স্বামীর উচিৎ যে, স্ত্রী সন্তানের সাথে ক্ষমা ও মার্জনার সহিত বিষয়টি সমাধান করা, যেমনটি ইরশাদ করেন:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কিছু সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো! আর যদি ক্ষমা করো, (তাদের দোষত্রুটি) উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয় **আল্লাহ** ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(পারা ২৮, সূরা তাগাবুন, আয়াত ১৪)

দাম্পত্য জীবনের তৃতীয় নির্দেশনা হলো, যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন মনমালিন্য হয়ে যায় তবে পরস্পর বসে একে অপরকে বুঝিয়ে ব্যাপারটি সমাধান করে নিন এবং নিজের জীবনকে মানুষের, বংশের এবং নিজের সন্তানদের সামনে তামাশা বানাবেন না, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

(وَ الّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿۳۴﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যে সমস্ত স্ত্রীর অবাধ্যতা সম্পর্কে তোমাদের আশংকা হয় তবে তাদেরকে বুঝাও, তাদের থেকে পৃথক হয়ে শয়ন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। অতঃপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্যে এসে যায় তবে তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ** মহান, শ্রেষ্ঠ। (পারা ৫, সূরা নিসা, ৩৪)

এখানে প্রহার দ্বারা উদ্দেশ্য আজকের যুগের অজ্ঞতাপূর্ণ প্রহার নয়, বরং তা হলো এক প্রকার শৃংখলাপূর্ণ বুঝানো আর যে এতেও সীমা লঙ্ঘন করার অভ্যস্ত হয় বা এতে প্রবল সম্ভাবনা হয়, তার তাও অনুমতি নেই।

দাম্পত্য জীবনের চতুর্থ নির্দেশনা হলো, স্বামী স্ত্রী যদি নিজেরাই ব্যাপারটি সামলাতে না পারে তবে উভয়ের আত্মীয়রা মিলে অসন্তুষ্টতার সমাধান বের করার চেষ্টা করবে, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

(وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَاۤ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿۳۵﴾)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার আশংকা হয় তবে একজন সালীস বর-পক্ষ থেকে প্রেরণ করো আর একজন সালীস স্ত্রী-পক্ষ থেকে, তারা উভয়ে যদি সমঝোতা করাতে চায়, তবে **আল্লাহ** তাদের মধ্যে মিল করে দিবেন। নিশ্চয়ই **আল্লাহ** সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত। (পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৫)

এ সকল চেষ্টার পরও যদি ব্যাপার ঠিক না হয়, তবে এখন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। এর জন্য পূর্বেকার জাহেলিয়্যতের যুগের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, অতঃপর দেখুন যে, ইসলাম একে কিভাবে সীমাবদ্ধ করেছে। জাহেলিয়্যাতের যুগে স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক দিতো, যখন তার ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হতো তখন দ্রুত তা ফিরিয়ে নিতো, অতঃপর আবারো তালাক দেয়, অতঃপর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিতো, লাগাতার এরূপ করার মাধ্যমে মহিলাদেরকে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা হতো, যখন তালাক দিবে, আবার ফিরিয়ে নিবে, অতএব এরূপ করাতে তারা মহিলাদের জীবনকে আযাব বানিয়ে রাখতো, যেমনটি নবীর যুগে এমনি একটি ঘটনা হলো, এক মহিলা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো; তার স্বামী বললো যে, সে তাকে তালাক দিতে থাকবে আর ফিরিয়ে নিতে থাকবে এবং প্রতিবার যখন তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন ফিরিয়ে নিবে অতঃপর তালাক দিবে, এভাবে সারা জীবন তাকে বন্দি করে রাখবে, এতে কুরআনে করীমের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। (আল বাহরুল মুহিত, সূরা বাকারা, ২২৯নং আয়াতের পাদটিকা, ২/২০২) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ তালাক দু'বার পর্যন্ত। অতঃপর উত্তম পন্থায় রেখে দেয়া অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেয়া। আর তোমাদের পক্ষে বৈধ নয় যে, যা কিছু স্ত্রীদেরকে দিয়েছো তা থেকে কিছু ফেরত নেবে, কিন্তু যখন উভয়ের আশংকা হয় যে, **আল্লাহ**র সীমারেখা গুলো কায়েম করবে না; অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তারা উভয়ে ঠিকভাবে সে সীমারেখা গুলোর উপর থাকবে না, তবে তাদের উপর কোন গুনাহ নেই এর মধ্যে যে, কিছু বিনিময় দিয়ে স্ত্রী নিষ্কৃতি গ্রহণ করবে। এগুলো **আল্লাহ**র সীমারেখা; এগুলো থেকে অগ্রে অগ্রসর হয়ো না এবং যারা **আল্লাহ**র সীমারেখা গুলোর থেকে আগে বাড়ে, তবে ঐ সবলোকই অত্যাচারী। (পারা ২, সূরা বাকারা, ২২৯)

অতএব **আল্লাহ পাক** তালাক এবং বারবার ফিরিয়ে নেয়ার অবিরাম ধারা বন্ধ করলেন এবং এই হুকুম অবতীর্ণ করলেন যে, পুরুষের দুই তালাক পর্যন্ত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে, কিন্তু যখনই তৃতীয় তালাক দিয়ে দিবে তখন সম্পূর্ণ ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে এবং শুধু স্বামীর পক্ষের অধিকার শেষ হয়ে যাবে আর পূর্ণ মিলনে স্বামীর সন্তুষ্টির ন্যায় স্ত্রীরও নিজের ইচ্ছার পূর্ণ অধিকার অর্জিত হয়ে যাবে, যেনো মূল বাস্তবতা হলো যে, তিন তালাকের সীমারেখায় মহিলাদের উপর হওয়ার লাগাতার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার রীতিকে

শেষ করা হলো যে, যখন তৃতীয় তালাক দেয়া হবে, তখন মহিলা সর্বদা স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে, এখন সেই মহিলার নিজস্ব জীবন, ইদ্দত পালনের পর সে চাইলে তবে বিবাহ করবে অথবা বিবাহ না করেই জীবন অতিবাহিত করবে আর চাইলে নিজের মর্জিতে যেই পুরুষকে ইচ্ছা বিবাহ করবে এবং নিজের নতুন জীবন শুরু করবে, কিন্তু যদি নতুন জায়গায় বিবাহ করলো আর সেই স্বামী মারা গেলো বা সেও তালাক দিয়ে দিলো, তবে পূর্বের স্বামীকে বিবাহ করতে চাইলে তবে বলা হয়েছে যে, এবার সেই পূর্বের স্বামীকে বিবাহ করতে পারবে আর এটাও মহিলার ইচ্ছাতে, কেউ তাকে বাধ্য করতে পারবে না।

আপনি ভাবুন তো, সম্পূর্ণ ব্যাপারটি মহিলার ইচ্ছা ও তার মর্জির উপরই নিহিত। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে অপর পুরুষের সাথে বিবাহ করতে বাধ্য করা যাবে না, দ্বিতীয় স্বামী থেকে তালাক নেয়ার জন্যও জোর করতে পারবে না আর আবারো পূর্বের স্বামীকে বিবাহ করাতে বাধ্য করা যাবে না, বরং এই তিন জায়গাতেই মহিলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যদি সে চায় তবে ঠিক আছে, অন্যথায় এটা তার জীবন, যেমন ইচ্ছা অতিবাহিত করবে।

আমি এ সকল ব্যাখ্যা এই কারণে করছি যে, অনেকে দ্বীনি মাসআলাকে উপহাস করে থাকে, বিশেষ করে যারা দ্বীনের শত্রু এবং দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী লোক হয়ে থাকে, তারা ঐ সকল বিষয়কে যা **আল্লাহ পাক** অত্যাচার নির্মূলের মাধ্যম বানিয়েছেন, مَعَاذَ الله তাকেই অত্যাচার বানিয়ে উপস্থাপন করে থাকে। আর এই তালাকের মাসআলার বাস্তব অবস্থা এটাই, যা আমি আপনার সামনে বর্ণনা করলাম যে, এতে অত্যাচার নয় বরং মহিলাকে তার অধিকার রক্ষার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আয়াতের সত্যতার উপলব্ধি বুদ্ধিমানদের জন্য, দ্বীন থেকে বিরক্তি প্রকাশ কারীদের জন্য নয়। (চলবে....)



দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী

(০১) হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه ধীরে বললো তবে কি উত্তর প্রদান করা ওয়াজিব হবে?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, বাহারে শরীয়তে লিখা রয়েছে, যদি হাঁচিদাতা হামদ না পড়ে তবে উত্তর দিবেনা। প্রশ্ন হলো যে, অনেক সময় হাঁচিদাতা ব্যক্তি নিম্নস্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে থাকে, যার আওয়াজ উপস্থিতরা শুনে না, এই কারণে উপস্থিতরা জানেনা, এই হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেছে নাকি বলেনি, তবে কি এমতাবস্থায় হাঁচির উত্তর দেয়া ওয়াজিব হবে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

হাঁচির উত্তর দেয়া তখন ওয়াজিব হয়ে থাকে, যখন হাঁচি দেয়ার সাথেসাথেই হাঁচিদাতার হামদ (اَلْحَمْدُ لِلّٰه)ও শুনা যায়, অতএব হাঁচিদাতা নিম্নস্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো এবং উপস্থিতরা শুনলো না, তবে উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়, তবে ওলামায়ে কিরাম বলেন, যখন এটা জানা যায় না যে, হাঁচিদাতা হামদ করেছে নাকি করেনি তবে এভাবে শর্ত সহকারে উত্তর দেয়া উচিৎ যে, যদি তুমি হামদ করে থাকো তবে يَرْحَمُكَ اللّٰه।

প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে হাঁচি দিলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেলো, তবে যদি শ্রবণকারীদের মধ্যে একজনও উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰه বলে দেয়, তবে সকল শ্রোতার পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, এখন সকলের উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়।

বুখারী শরীফে বিদ্যমান হাদীসে পাকের অংশ: “فاذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يشمته” অর্থাৎ কারো হাঁচি আসে আর সে এতে আল্লাহ পাকের হামদ করলো তবে প্রত্যেক শ্রোতার

উপর ওয়াজিব হলো যে, তারা এর উত্তর দিক। (বুখারী, ৪/১৬২, হাদীস ৬২২৩)

লুমআতুত তানকিহ এর মধ্যে রয়েছে: "فان لم يحمد لم يستحق الجواب. وان اخفى بحيث لم يسمعه الحاضر لم يلزمه ايضاً" অর্থাৎ যদি হাঁচিদাতা হামদ না করে, তবে উত্তরের হকদার নয় আর যদি সে নিম্নস্বরে হামদ পড়ে, উপস্থিত ব্যক্তিরা শুনেনি, তবুও উত্তর দেয়া আবশ্যক নয়। (লুমআতুত তানকিহ, ৮/৮০)

রদ্দুল মুহতারে রয়েছে: "اذا عطس رجل ولم يسمع منه تحميد يقول من حضره يرحمك الله ان كنت حمدت الله تعالى" অর্থাৎ কেউ হাঁচি দিলো এবং তার হামদ শুনা গেলো না তবে যারা উপস্থিত আছে তারা এভাবে উত্তর দিবে যে, যদি তুমি হামদ করো তবে يَرْحَمُكَ الله। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪)

وَاللهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) যে ব্যক্তি ইমামকে প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় পেলো তবে নামাযে কিভাবে শরীক হবো?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে এলো আর ইমাম সাহেব প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় থাকে তবে সেই ব্যক্তি তো প্রথম রাকাত পেলো না, যার কাযা সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর করবে, প্রশ্ন হলো যে, দ্বিতীয় সিজদায় কি ইমামের সাথে শরীক হতে পারবে, যদি শরীক হয়ে যায় তবে যেই সিজদা বাকী রয়েছে, সেই সিজদাও কি তাকে করতে হবে নাকি একটি সিজদা করেই ইমাম সাহেবের সাথে দাঁড়িয়ে যাবে?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

যখন কোন ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে দ্বিতীয় সিজদায় পাবে তখন নামাযে মিলিত হওয়ার পদ্ধতি হলো যে, কিয়াম অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলবে অতঃপর সিজদায় যাওয়ার জন্য তাকবীর বলবে এবং সিজদায় ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মুক্তাদীর উপর এই সিজদার কাযা আবশ্যক হবে না যা ইমাম পূর্বে করে নিয়েছে, বরং বাকী থেকে যাওয়া রাকাত যখন সে আদায় করবে তখন এই এই রাকাতের সিজদাও আদায় হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তি এই সময়ে ইমামের দাঁড়ানোর অপেক্ষা করে অতঃপর নামাযে শরীক হয় তবে এরূপ করা গুনাহ নয় তবে মুস্তাহাব হলো যে, ইমাম যেই অবস্থাতেই থাকুক তার সাথে শরীক হয়ে যাওয়া, অপেক্ষা না করা।

তিরমিযী শরীফে রয়েছে: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام" অর্থাৎ যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযের জন্য এলো আর ইমাম কোন অবস্থায় রয়েছে তবে সেই ব্যক্তিও তাই করবে যা ইমাম করছে। (তিরমিযী, ২/১০৩, হাদীস ৫৯১)

বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসে পাকের অংশ হলো: "فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا" অর্থাৎ ইমামের নামাযে তুমি যা পাও পড়ে নাও এবং যা তোমার থেকে ছুটে গেছে তা পরে পূর্ণ করে নাও। (বুখারী, ১/২৩০, হাদীস ৬৩৬)

উল্লেখিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "فيه استحباب الدخول مع الامام فى اى حالة وجده عليها" অর্থাৎ এই হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, ইমামকে যেই অবস্থায় বান্দা পাবে সেই অবস্থায় শরীক হয়ে যাবে, এটা মুস্তাহাব। (উমদাতুল কারী, ৪/২১৩, ৬৩৬ নং হাদীসের পাদটীকা)

وَاللهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০৩) আল্লাহ ও রাসূলের কসম এই কাজ করবো না, এটা কেন কসম নয়?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, **বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড** ৩০২ নং পৃষ্ঠায় মাসআলা নাম্বার ১৪ হলো "**আল্লাহ ও রাসূলের** কসম এই কাজ করবো না, এটা কসম নয়।" আপনার নিকট জিজ্ঞাসা হলো যে, এখানে কসমের শব্দ বিদ্যমান রয়েছে তবুও কসম কেন হবে না?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

কসম সম্পন্ন হওয়ার অনেক শর্তাবলী রয়েছে, এর মধ্যে একটি শর্ত হলো, **আল্লাহ পাকের** নাম ও যেই জিনিসের কসম করছে তার শব্দ, উভয় একত্রে বলতে হবে, এর মধ্যে কোন অচেনা দূরত্ব করলে তবে কসমের বাক্য হবে না। **বাহারে শরীয়াতে** বিদ্যমান বাক্য "**আল্লাহ ও রাসূলের** কসম" এর মধ্যে "**রাসূলের** কসম" এই শব্দটি কসম হতে পারে না, যখন "**আল্লাহ**" শব্দ এবং "এই কাজ করবো না" এর মাঝখানে "**রাসূলের** কসম" শব্দটি অচেনা দূরত্ব হিসেবে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো তবে এই পরিপূর্ণ বাক্যটি কসমের বাক্য হতে পারে না। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২/৫৮। জদ্দুল মুমতার, ৫/২৯৫)

وَاللهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসলামী বোনদের শরয়ী মাসআলা

মুফতী আবু মুহাম্মদ আলী আসগর আত্তারী মাদানী



(০১) স্কার্ফ বা ওড়না ঠিক করার জন্য কিবলার দিক থেকে চেহারা ফিরানো

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, নামাযের সময় মহিলারা কি নিজের স্কার্ফ বা ওড়না ঠিক করার জন্য কিবলার দিক থেকে চেহারা ফিরাতে পারবে? কেননা শুধুমাত্র চেহারা ফিরালেই স্কার্ফ বা ওড়না ঠিক হয়ে যায়, হাত তোলার প্রয়োজন হয়না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় যদি সতর (অর্থাৎ মহিলার মাথার চুল) খোলার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে চেহারা না ঘুরিয়ে আমলে কলিলের মাধ্যমে স্কার্ফ বা ওড়না ঠিক করার অনুমতি রয়েছে, কেননা বিনা প্রয়োজনে চেহারা কিবলার দিক থেকে ফিরানো মাকরূহে তাহরীমি। যদি এই সময় চেহারা ফিরানো ব্যতীত স্কার্ফ বা ওড়না ঠিক করা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনে চেহারাও ফিরাতে পারবে। (মুলতাকাত আয হালবিয়াতুল মাজলি, ২/২৫৫। আল বাহরুর রায়েক, ২/৩৭। দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৪৯৫)

নামাযের মাকরূহ সমূহ বর্ণনা করে বাহারে শরীয়াত প্রণেতা লিখেন: "এদিক সেদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখা মাকরূহে তাহরীমি, সম্পূর্ণ চেহারা ফিরে গেলো বা কিছু আর যদি মুখ না ফিরে, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে এদিক সেদিক বিনা প্রয়োজনে দেখে, তবে তা মাখরূহে তানযিহী এবং যদি কোন বিশুদ্ধ কারণে হয় তবে কোন সমস্যা নাই।" (বাহারে শরীয়াত, ১/৬২৬)

যে সকল অঙ্গসমূহ নামাযে গোপন করা ফরয, এর মধ্যে যদি কোন অঙ্গ খুলে যায়, তবে হুকুম কি। এর ব্যাখ্যায় বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: "যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয, তার মধ্যে কোন অঙ্গ চতুর্থাংশের কম খুলে গেলো, নামায হয়ে গেলো এবং যদি চতুর্থাংশ অঙ্গ খুলে গেলো এবং সাথে সাথেই ঢেকে নিলো, তখনও নামায হয়ে গেলো আর যদি এক রুকন সমপরিমাণ অর্থাৎ তিনবার سُبْحٰنَ اللّٰه বলার সমপরিমাণ সময় খোলা থাকে, বা ইচ্ছাকৃত খুলে নিলো, যদিও সাথে সাথে ঢেকে নিলো, নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।" (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৮১)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(০২) দুই মাসের গর্ভপাত হওয়াতে স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে কি হবে না?

প্রশ্ন: ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন, মহিলার স্বামী ৩০ নভেম্বর মারা গেলো, সেই দিনই জানতে পারলো যে, স্ত্রী গর্ভবতী। ২২ ডিসেম্বর সেই মহিলার ধারাবাহিক ঋতুস্রাবের দিনগুলোর মতোই রক্ত আসছে। আর পাশাপাশি মাংসের খন্ডও বের হয়ে আসছে। চেক করাতে জানা গেলো যে, গর্ভপাত হয়ে গেছে। গর্ভ প্রায় দুই মাসের ছিলো। এমতাবস্থায় কি স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে নাকি ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

জিজ্ঞাসিত অবস্থায় মহিলার উপর আবশ্যক যে, স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করা। দুই মাসের গর্ভপাত হওয়াতে ইদ্দত পূরণ হলো না , কেননা গর্ভপাত হওয়াতে ইদ্দত পূরণ হওয়ার শর্ত হলো যে, কিছু বা সম্পূর্ণ অঙ্গ গঠিত হয়ে যাওয়া এবং অঙ্গ সমূহ চার মাস বা একশত বিশদিনে হয়ে থাকে, এরপূর্বে অঙ্গ গঠিত হয়না। যেহেতু দুই মাসের গর্ভপাত হয়েছে তবে এটি রক্তের গুচ্ছ বা মাংসের টুকরো ছিলো, যা অঙ্গ গঠিত হয়নি, এই কারণে গর্ভপাত হওয়াতে ইদ্দত পূরণ হয়নি। (বাদায়িস সানায়ি, ৩/৩১১। রদ্দুল মুহতার, ৫/১৯২। বাহারে শরীয়ত, ২/২৩৯)

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



সময়ের সঠিক ব্যবহারের জন্য কিছু পরামর্শ (পর্ব: ৪)

আসিফ ইকবাল আত্তারী মাদানী

যদি আপনি আপনার নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়ের জন্য লজ্জিত হন এবং চান, যে কোন ভাবে এই সময়ের ক্ষতি পূরণ হয়ে যাক তবে নিজের বর্তমান সময়ের মূল্য দিন, অনেকে সময়ের প্রতিকার (Reparation of time) করতে তো চায় কিন্তু নিজের বর্তমান পরিস্থিতির (Circumstances) কারণে এটা মনে করে থাকে যে, যেই কাজ তাদের দায়িত্বে রয়েছে, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে করা যাবে না, এরূপ লোকদের সাধারণত এরূপ বলতে শুনা যায় "আরে অবস্থা ভাল হলে তো আমি অমুক কাজটি অবশ্যই করবো।" এরূপ মানুষের উচিৎ যে, দায়িত্ব গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা এবং পরিস্থিতিকে দায়ী করার পরিবর্তে এবং আরো মূল্যবান সময় নষ্ট করা ব্যতীত নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা/ পরামর্শের উপর আমল করা শুরু করে দিন।

(১) সর্বপ্রথম সময় নষ্টকারী কাজ, অতঃপর করার ও না করার কাজ এবং এমন কাজের তালিকা বানান, যা আপনি অপরকে দিয়ে করাতে পারবেন। এক বুযুর্গ বলেন: **"করার কাজ করো অন্যথায় না করার কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে।"**

(২) অসম্পূর্ণ কাজের পর্যালোচনা করুন এবং চিন্তাভাবনার পর কিছুকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করুন, প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ করার অভ্যাস গড়ুন এবং সম্ভব হলে কিছু কাজ অপরকে সমর্পণ করে দিন।

(৩) জীবনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্লানিং করুন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বাৎসরিক কাজ সমূহের আলাদা আলাদা তালিকা বানান এবং এই হিসেবে কাজ বন্টন করুন আর সময়কে সাজান। মাঝে মাঝে এই তালিকা পর্যালোচনা করতে থাকুন এবং প্রয়োজনে সংযোজন বিয়োজন করতে থাকুন।

(৪) কিছু লোক অফিসে শুধু সময়মতো আসা যাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে, আর রইলো কার্যবিবরনী, তবে এতে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেয় না, অথচ কার্যবিবরনীর ভিত্তিতে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও উন্নতি নিহিত রয়েছে। এই নীতিটি মনে গেঁথে নিন যে, প্রতিষ্ঠান উন্নতি করলেই তবে আবশ্যিকভাবে আমাদের চাকরী/ পজিশনও শক্তিশালী হবে। অতএব উপস্থিতি এবং কার্যবিবরনীর পার্থক্যকে মাথায় রাখুন আর উভয়ের মধ্যেই উন্নতি আনুন।

(৫) কার্যবিবরনী ভাল হওয়ার পাশাপাশি অফিসে আসা যাওয়াও যেনো সময়মতো হয়, তবে তা হবে সোনায় সোহাগা। অনেকে কার্যবিবরনী তো অনেক ভালো দেখায় কিন্তু অফিসে লাগাতার

দেরী করে আসে। মনে রাখবেন! এরূপ অলসতার শিকার লোক যদি নিজের স্বভাবকে পরিবর্তন না করে তবে অনেক সময় প্রতিষ্ঠান এরূপ লোকদের খেদমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(৬) কম সময়ে বেশি ও কার্যকরী কাজ দক্ষতার সাথে করার চেষ্টা করুন। শুরুতে এর জন্য কিছু কষ্ট করতে হবে কিন্তু যখন কম সময়ে আপনার কাজ উত্তমভাবে সম্পন্ন হওয়া শুরু হয়ে যাবে তবে তখন এই ব্যাপারটি আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। পরীক্ষা শর্ত।

(৭) নিজের উত্তম সময় অর্থাৎ প্রাইম টাইমে (Prime time) খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করুন। সাধারণত এটাই বিশুদ্ধ সময় হয়ে থাকে আর এর জন্য তো **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়াও করেছেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের জন্য সকালের সময়ে বরকত দান করো। (তিরমিযী, ৩/৬, হাদীস ১২১৬) (উদ্দেশ্য হলো যে, হে **আল্লাহ পাক**!) আমার উম্মতের ঐ সকল দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজের বরকত দাও, যা সে সকাল সকাল করে। যেমন; সফর, শিক্ষা অর্জন, ব্যবসা ইত্যাদি। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৪৯১)

(৮) অফিস/ দোকান/ কলেজ/ ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য কাজের জন্য সময়ের নিয়মানুবর্তিতা মেরুদন্ডের ভূমিকা পালন করে। স্পষ্টতই যখন মেরুদন্ড দূর্বল হবে বা এর কোন টুকরো নিজের স্থান থেকে সরে যাবে তখন এর প্রভাব সম্পূর্ণ শরীরে পড়বে।

(৯) কাজকে নিজের সক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী সম্পাদন করার চেষ্টা করুন কিন্তু একে পূর্ণ করাতে লেগে থাকবেন না। আরবী প্রবাদ রয়েছে: اَلسَّعْيُ مِنِّيْ وَالْاِتْمَامُ مِنَ اللهِ অর্থাৎ চেষ্টা করা আমার কাজ আর পরিপূর্ণতা দান করা আল্লাহ পাকের কাজ।

(১০) নিজের পর্যলোচনা করুন, কেননা নিজের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উন্নত করে নেয় এবং যে নিজেকে দায়বদ্ধ রাখে না, সে নিজের স্বভাবের উপর অটল থাকে। সম্ভবত এমনই লোকদেরকে কবি বুঝাচ্ছেন:

সময় তো অতীত থেকেই শিক্ষা দেয়
কিন্তু আমরা সর্বদা স্বভাবগত ভাবে ভুলে যাই

(১১) এই বিষয়টি একেবারেই সঠিক যে, **"উপায়ের নখ দ্বারা ভাগ্যের গিট খুলে না"** কিন্তু আপনি উপায় গ্রহণ করুন এবং ভাগ্যকে আল্লাহ পাকের নিকট ছেড়ে দিন, যে উপায় ও ভাগ্য উভয়ের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক আর তিনিই জমিন ও আসমানের পরিচালনাকারী। নিজেকে এমন কাজ থেকে মুক্তি দিন, যা আপনি জানেননা, যেমন; এই কাজ কাল হবে নাকি হবে না? আর এটা কিভাবে হবে? এভাবেই "সম্ভবত" আর "যদি" ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকুন, এতে সময় নষ্ট হওয়া এবং অন্তর চিন্তিত হওয়া ছাড়ার আর কিছু অর্জিত হয় না। হয়তো কাল এমন পরিস্থিতি এসে যাবে, যা আপনার কল্পনায়ও ছিলো না এবং যেই প্লান/ পরিকল্পনা আপনি বানাচ্ছেন আর যেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, তার মধ্যে কিছুই হলো না আর বিচার বিবেচনায় অহেতুক সময় নষ্ট হয়ে গেলো। অতএব ভবিষ্যতের এই ব্যাপার গুলো **আল্লাহ পাকের** প্রতি সমর্পণ করে দিন।

এসো বাচ্চারা হাদীসে রাসূল শুনি

বিষয়: উত্তম ব্যক্তি/ আমার সাহাবা/ যাদের প্রতিটি সকাল ঈদ হয়ে থাকে সাহাবাদের মর্যাদা/ সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও আদব/ শানে সাহাবা

মুহাম্মদ জাবেদ আত্তারী মাদানী

আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكْرِمُوا اَصْحَابِي فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবাদের সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম (লোক)। (মিশকাত, ২/৪১৩, হাদীস ৬০১২)

সাহাবীর অর্থ হলো সঠিক, সাথী আর শরীয়াতে সাহাবী হলো ঐ সকল মানুষ, যারা স্বজ্ঞান ও ঈমান সহকারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখেছে বা সাহচর্যে উপস্থিত হয়েছে এবং ঈমান সহকারেই তার মৃত্যু হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৩৪)

সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও উৎকর্ষতা অনেক বেশি, আমরা ভাবি যে, তাঁরা হলেন ঐ সকল লোক, যাঁরা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজের চোখে দেখেছেন, **তাঁর** রাত ও দিন অবলোকন করেছেন, নিজের মন প্রাণ ও সম্পদ সবই **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকতো, **নবীয়ে পাকের** মুবারক মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য শুনেন এবং এর উপর আমল করেন, কতইনা সৌভাগ্যবান লোক ছিলেন তাঁরা যে, প্রতিদিন সকালে **হুযুরের** দীদার দ্বারা চক্ষু শীতল করতেন।

সাহাবা, ঐ সাহাবা যাঁদের প্রতিটি সকালই ঈদ হতো খোদার নৈকট্য অর্জিত ছিলো, নবীর দীদার হতো

সাহাবীরা **রাসূলে পাকের** সাহচর্য পেয়েছেন, **হুযুর** থেকে ইলম ও আমল অর্জন করেছেন, **হুযুরের** শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা তো মানুষ নয় ফিরিশতাদের চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গেছেন, **হুযুরের** সৌন্দর্যের (মুবারক চেহারা) প্রতি একটি দৃষ্টি ঐ কাজ করে, যা সারা জীবনের একাকীত্বের ইবাদত করতে পারে না, কেউ তাদের মতো হতে পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪০)

প্রিয় বাচ্চারা! সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমেই আমরা কুরআন পেয়েছি, দ্বীন পেয়েছি তো যেই লোকেরা এতো মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, তবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা সকল মুসলমানের উপর আবশ্যক ও জরুরী। কখনোই তাঁদের শানে এমন কোন কথা বলবেন না, যা তাঁদের শানের উপযুক্ত নয়, আমাদের নিজেদেরকেও তাঁদের বেআদবী থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ আর যারা সাহাবায়ে কিরামকে গালমন্দ করে তাদের নিকটেও যাওয়া উচিৎ নয়।

হযরত আল্লামা আবু যারআ রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যখন তুমি কোন মানুষকে দেখবে যে, সে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবাদের মধ্যে কাউকে হেয় করছে, তাঁদের দোষ বের করছে, তবে জেনে নাও যে, সে বিধর্মী ও বেদ্বীন। এই কারণেই যে, কুরআন ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি বাণী আমরা সাহাবাদের মাধ্যমেই পেয়েছি, তো তাঁদের সত্তাকে খারাপ ও ভুল প্রমাণিত করা কুরআন ও হাদীসকে বাতিল ঘোষণা করারই নামান্তর। (তারিখে মদীনা দামেশক, ৩৮/৩২)

সকল সাহাবী নিশ্চিত জান্নাতী, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং তাঁদের জান্নাতী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন এবং **আল্লাহ পাক** তাদের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তাই যেই মনিষীদের এতবেশি ফযীলত তাঁদের সম্মান করা উচিৎ, তাঁদের শানে বেআদবী করা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ, যখনই তাদের আলোচনা করবে তখন উত্তম বাক্য দ্বারাই করুক।

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও আদব করতে থাকা এবং বেআদবী থেকে বাঁচতে থাকার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم



মুহাররামুল হারাম ১৪৪৪ হিজরীর জন্য মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর

কুরবানির মাংস খিচুড়ীতে ব্যবহার করা কেমন?

প্রশ্ন: কুরবানির মাংস যদি খিচুড়ীতে ব্যবহার করা হয়, যেমন; মুহাররামুল হারামে নিয়াযের জন্য খিচুড়ী বানানো হয়, তবে কি তা করা সঠিক?

উত্তর: কুরবানির মাংস নিয়াযের খিচুড়ীতেও ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই এবং এই খিচুড়ী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদেরও খাওয়ানো যাবে। যে কুরবানি করেছে, সে কুবারনি মাংসের মালিক, অতএব সে মাংস বিবাহ ইত্যাদিতেও ব্যবহার করতে পারবে।

(মাদানী মুযাকারা, ২রা মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

মদীনার মাছ

প্রশ্ন: আপনি কি মদীনার মাছ খেয়েছেন?

উত্তর: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি মদীনা শরীফে মাছ খেয়েছি, একে মদীনার মাছ ঐ হিসেবে বলা যায় যে, তা মদীনায় এসে গিয়েছিলো, অন্যথায় মদীনা শরীফে রহমতের সমুদ্র তো অবশ্যই আছে কিন্তু পানির সমুদ্র তো দেখা যায় না।

(মাদানী মুযাকারা, ১৭ রবিউল আখির, ১৪৪১ হিঃ)

নয় ও দশ মুহাররামের দিন কাযা রোযা রাখার বিধান

প্রশ্ন: যদি ইসলামী বোনদের কাযা রোযা রাখার থাকে তবে কি নয় ও দশ মুহাররাম রাখতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! যদি কাযার নিয়্যতে রাখে তবে বিশুদ্ধ, নফলের নিয়্যত করবে না।

(মাদানী মুযাকারা, ৫ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

আশুরার দিন ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা কেমন?

প্রশ্ন: আশুরার দিনে ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে পারবে?

উত্তর: জি হ্যাঁ! অবশ্যই করতে পারবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা তো ভাল কাজ, আল্লাহ পাক ও রাসূলের পছন্দ।

(মাদানী মুযাকারা, ৬ মুহাররামুল হারাম ১৪৪১ হিঃ)

"বিবাহ আসমানে নির্ধারিত হয়" বলা ও লিখা কেমন?

প্রশ্ন: বিবাহের কার্ডে লিখা থাকে "বিবাহ আসমানে নির্ধারিত হয় ও জমিনে অনুষ্ঠিত হয়"

তো এভাবে বলা এবং বিবাহের কার্ডে লিখা কেমন?

উত্তরঃ এতে কোন সমস্যা নাই, লৌহে মাহফুযও তো আসমানেই, যেই জোড়া লৌহে মাহফুযে নির্ধারিত হয় দুনিয়াতেও সেই জোড়া হয়ে থাকে। যার ব্যাপারে লৌহে মাহফুযে লিখা রয়েছে, অমুকের সাথে অমুকের বিবাহ হবে তো দুনিয়ায় তাদের সাথেই হবে আর যাদের ব্যাপারে লিখা নাই তো তাদের হবে না। অতএব এখানে আসমান দ্বারা লৌহে মাহফুযকেই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। (মাদানী মুযাকারা, ২ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ)

সেলফী তুলতে গিয়ে মারা যাওয়া কি আত্মহত্যা?

প্রশ্নঃ যারা উঁচু স্থানে, খুবই বিপদ জনক জায়গায় গিয়ে সেলফী (Selfie) তুলতে গিয়ে পড়ে মারা যায়, তাদের উপর কি আত্মহত্যার বিধান অর্পিত হবে?

উত্তরঃ এই লোকেরা জেনে শুনে নিজের প্রাণ শেষ করে না, তাই তাদের উপর আত্মহত্যার হুকুম হবে না। তবে এটা তো অবশ্যই যে, এরূপ করা তাদের জন্য শরয়ীভাবে জায়িয ছিলো না। কুরআনে করীমে রয়েছেঃ

(وَ لَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** আর নিজের হাতে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়ো না। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৯৫) এই লোকের নিজের বাহাদুরী বরং বোকামীর চক্করে এসে শুধুমাত্র তার এটা দেখানোর জন্য যে, আমি অনেক বড় সাহসী, দেখো! আমি কিভাবে সেলফী তুলেছি? এভাবে নিজের প্রাণকে বিপদে ফেলে দেয় আর অনেক সময় মৃত্যুর মুখে চলে যায়। কেউ ট্রেনে কাটা পড়ে তো কেউ ছাদ বা কোন ভবন থেকে পড়ে যায়। কিছুদিন পূর্বে ভারতের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিলো, যাতে এক মুসলমান যুবক চিড়িয়াখানায় বাঘের সাথে সেলফী তুলতে গিয়ে উঁচু দেয়াল থেকে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েছিলো এবং বাঘ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো, এই সময় সেই যুবকের হার্টফেল হয়ে গিয়েছিলো। **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করুক এবং দয়া করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সেলফী খুবই মারাত্মক বিষয়, তবে অনেক সময় বিপদজনক নাও হতে পারে, কিন্তু এর কারণে মানুষ ব্যস একটি ব্যস্ততা পেয়ে গেছে। মৃত্যু যদি লিখা হয় তবে কোন এক বাহানায় এসে যায় আর মানুষ বুঝতেও পারে না, যার কারণে মানুষ এমন কোন আচরণ করে বসে অতঃপর মৃত্যুর মুখে চলে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সকলকে হেফাযত করুক। (মাদানী মুযাকারা, ১৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ)

যদি রুটির উপর "আল্লাহ" শব্দটি লিখা থাকে তবে খাওয়া কেমন?

প্রশ্নঃ আপনারা এই ছবিটি দেখছেন, রুটিতে "**আল্লাহ**" শব্দটি লিখা রয়েছে, এই রুটিটি খেয়ে নিবে নাকি তাবাররুক হিসেবে রেখে দিবে? (মাদানী চ্যানেলে ভিডিও দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয়, যাতে রুটির উপর "**আল্লাহ**" শব্দটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।)

উত্তরঃ سُبْحٰنَ الله **"আল্লাহ"** শব্দটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের বিষয় প্রচার প্রসার হওয়াতে **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। যাইহোক শরয়ীভাবে এই রুটি খাওয়া জায়িয। তাবিযেও তো আয়াতে মুবারাকা লিখা থাকে, তাও তো পানিতে গুলিয়ে পান করা হয় বরং এর আমলিয়্যতও হয়ে থাকে যে, রুটি ইত্যাদিতে **আল্লাহ পাকে**র অমুক গুণবাচক নাম এতোবার লিখে তা খেয়ে নেয়া হয়, অতএব এই রুটি খাওয়াতেও কোন সমস্যা নেই, বরং এটি খাওয়া বরকত লাভের মাধ্যম।

(মাদানী মুযাকারা, ৩০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ)

ভয় দূর করার রূহানী চিকিৎসা

প্রশ্নঃ রাতে হঠাৎ চোখ খোলার পর অনেক ভয় লাগে, এমতাবস্থায় কি করবে?

উত্তরঃ যদি এমন হয় তবে "يَارَءُوْفُ, يَارَءُوْفُ" পাঠ করতে থাকুন, اِنْ شَآءَالله ভয় দূর হয়ে যাবে। **(মাদানী মুযাকারা, ১৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ)**

তাকবীরে তাহরীমা পাওয়ার অর্থ

প্রশ্নঃ তাকবীরে তাহরীমা পাওয়ার অর্থ কি?

উত্তরঃ নামায শুরু করার সময় বলা সর্বপ্রথম তাকবীরকে তাকবীরে উলা বলা হয়, এতে তাকবীরে তাহরীমাও বলা হয়। তাকবীরে তাহরীমা পাওয়ার অর্থ হলো যে, ইমামের কিরাত শুরু হওয়ার পূর্বে মুক্তাদীর সানা অর্থাৎ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ। সম্পূর্ণ পড়ে নেয়া। তবে বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৫৭১ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ ইমামের সাথে প্রথম রাকাতের রুকু পেয়ে গেলো তবে তাকবীরে তাহরীমার ফযীলত পেয়ে গেলো। **(মাদানী মুযাকারা, ৭ জমাদিউল আখির ১৪৪১ হিঃ)**

"উভয়" দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

প্রশ্নঃ সূরা আর রহমানের আয়াতে মুবারাকা হলোঃ (فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? **(পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ১৬)** এখানে উভয় দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

উত্তরঃ এই আয়াতে উভয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষ ও জ্বীন।

(মাদানী মুযাকারা, ২১ জমাদিউল আখির ১৪৪১ হিঃ)

স্বপ্নের জগত

মাওলানা আসাদ আত্তারী মাদানী

আপনাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা

স্বপ্নঃ এক ইসলামী বোন যার চুল বাস্তবেই অনেক বড় কিন্তু সে স্বপ্নে নিজের চুল অনেক ছোট ও কালো দেখলো, তাই এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দিন, নিজের বড় চুল স্বপ্নে ছোট দেখা কেমন?

ব্যাখ্যাঃ স্বপ্নে চুল ছোট হওয়া দুঃখ ও চিন্তার নিদর্শন। আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন ও অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করুন। সম্ভব হলে আল্লাহর পথে খরচ করুন اِنْ شَآءَ الله নিরাপত্তা অর্জিত হবে।

স্বপ্নঃ আজ সকাল প্রায় ফজরের পর আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমিসহ আমার আম্মাজান ও অন্যান্য বোনেরা নামাযে লিপ্ত ছিলো, এমনসময় ঘর অন্ধকার হয়ে গেলো এবং হঠাৎ আমাদের কিচেনের সব পাত্র নিচে পড়ে যেতে লাগলো, যখন আমরা সেদিক আকৃষ্ট হলাম তখন একটি ভয়ঙ্কর হাত ইশারায় আমায় কিচেনের ভেতর ডাকতে লাগলো, এমনসময় মোবাইলে পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ভিডিও ক্লিপ এলো, যাতে তিনি এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য يَاعَلِيْمُ এবং يَارَءُوْفُ এই ওযীফা উল্লেখ করেছেন, আমি সবাইকে এই ওযীফা জানালাম, ততক্ষণে আমার ভাই এই পরিস্থিতি সামলানোর জন্য এক বুযুর্গকে সাথে নিয়ে এলেন। ব্যস তখনই আতঙ্ক অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেলো। (বিনতে রমযান)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ পাক আপনাকে ও আপনার পরিবার পরিজনকে সকল প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করুক, এই স্বপ্নের কারণে চিন্তিত হবেন না, অনেক সময় শয়তান এরূপ স্বপ্ন দেখায়, শাজারায় প্রদত্ত ওযীফা থেকে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কিছু ওযীফা দৈনন্দিন তালিকায় রাখুন।

স্বপ্নঃ স্বপ্নে বারবার পরিষ্কার পানি দেখার ব্যাখ্যা জানিয়ে দিন, প্রথম প্রথম শুধু টাখনু গিরা পর্যন্ত পানি দেখতাম, পরবর্তীতে স্বপ্নে পানি বৃদ্ধি পেয়ে গেলো, অতঃপর রাতের দৃশ্যে গভীর সমুদ্র দেখলাম এবং বিভিন্ন স্বপ্নে লাগাতার সমুদ্র দেখতে লাগলাম, এতবড় সমুদ্র যার কোন কিনারা নেই। (হাসানের বোন)

ব্যাখ্যাঃ পরিষ্কার পানি দেখা ভাল, অনুরূপভাবে সমুদ্র দেখা কোন বড় ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হওয়ার নিদর্শন হয়ে থাকে।

স্বপ্নঃ আমি স্বপ্নে অনেক বেশি অন্ধকার দেখি, একটি ঘর রয়েছে, সেখানে গর্তে কয়লা

রয়েছে, আমি পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না, দৌঁড়াচ্ছিলাম। দ্বিতীয় স্বপ্ন অনেক দিন পূর্বে দেখেছিলাম যে, আমি ও আমার ননদ বসে আছি, কিছু লোক আমাদেরকে বিরক্ত করছিলো, আমি তাকে বললাম এসো আমরা গাউছে পাকের সাহায্য প্রার্থনা করি অতঃপর আমরা আল মদদ ইয়া গাউছে পাক বলে ডাকতে লাগলাম, এমন সময় এক বুযুর্গকে দেখতে পেলাম, যার চেহারা লালচে আর পোশাক, দাঁড়ি ও পাগড়ী সবই সাদা ছিলো, অতঃপর আমরা গাছের আপেল কুড়াচ্ছিলাম, এই দু'টি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। **(বিনতে খালিদ আত্তারীয়া)**

ব্যাখ্যাঃ বুযুর্গের যিয়ারত বরকত লাভের উপায় হয়ে থাকে, তবে অন্ধকার ও গর্ত হলো কোন পরীক্ষার দিকে ইশারা, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নিরাপত্তার দোয়া করুন এবং এর জন্য **আল্লাহ**র পথে খরচ করুন।

স্বপ্নঃ আমার প্রায় স্বপ্নে এমন মনে হয় যে, কেউ আমাকে তাবিয করছে কিন্তু আমি স্বপ্নেই দরূদে পাক পাঠ করছি, যার ফলে সেই তাবিয বলছে যে, যতক্ষণ সে এটা পাঠ করা ছাড়বে না, ততক্ষণ আমি কিছুই করতে পারবো না।

ব্যাখ্যাঃ নিঃসন্দেহে দরূদে পাকের অসংখ্য বরকত রয়েছে, **আল্লাহ পাক** বিপদ আপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন, আপনি তা অধিকহারে পাঠ করতে থাকুন কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, আসলেই কেউ আপনাকে তাবিয করছে, শুধুমাত্র স্বপ্নের ভিত্তিতে কারো ব্যাপারে ভাবা বা নিজেকে চিন্তায় ফেলে দেয়া ঠিক নয়, **আল্লাহ পাকে**র সত্তার উপর ভরসা রাখুন, اِنْ شَآءَ الله এরূপ কিছুই হবে না।

স্বপ্নঃ আমি স্বপ্নে টিকটিকি দেখি।

ব্যাখ্যাঃ টিকটিকি দেখার অসংখ্য ব্যাখ্যা রয়েছে, যা কিনা স্বপ্নদ্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, ব্যস্ততা এবং অবস্থা ও ঘটনার ভিত্তিতে ভিন্ন হয়ে থাকে, তবে টিকটিকি দেখা এক খারাপ ব্যক্তির নিদর্শন, যে গীবত করে এবং মানুষের চুগলী করে।

মুহাররামুল হারামের কয়েকটি ঘটনাবলী



১লা মুহাররামুল হারাম

২৪ হিজরী শাহাদাত দিবস

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৮ - ১৪৪২ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার দুই খন্ড বিশিষ্ট কিতাব "ফয়যানে ফারুকে আযম" পাঠ করুন।

২রা মুহাররামুল হারাম

২০০ হিজরী ওফাত দিবস

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু মাহফুয আসাদুদ্দীন মারূফ কারখী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা" পাঠ করুন।

৫ মুহাররামুল হারাম

৬৬৪ হিজরী ওরসে পাক

প্রসিদ্ধ অলী আল্লাহ হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর ফারুকী চিশতী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯-১৪৪০ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ফয়যানে বাবা ফরিদ গঞ্জেশকর" পাঠ করুন।

১০ মুহাররামুল হারাম

৬১ হিজরী কারবালার ঘটনা

শাহাদাতে নাওয়াসায়ে রাসূল (নাতি) ইমামে আলী মকাম হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর সাথীরা

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯-১৪৪২ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "সাওয়ানিহে কারবালা" পাঠ করুন।

১৪ মুহাররামুল হারাম

১৪০২ হিজরী ওফাত দিবস

শাহজাদায়ে আলা হযরত, মুফতীয়ে আযম হিন্দ, মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "জাহানে মুফতীয়ে আযম হিন্দ" পাঠ করুন।

১৮ মুহাররামুল হারাম

১৪২৭ হিজরী ওফাত দিবস

মুফাসসীরে কুরআন, মরহুম রুকনে শূরা, হাফিয মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯-১৪৪০ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী" পাঠ করুন।

১৮ মুহাররামুল হারাম

১৪২৭ হিজরী ওফাত দিবস

মুফাসসীরে কুরআন, মরহুম রুকনে শূরা, হাফিয মুফতী মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯-১৪৪০ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী" পাঠ করুন।

২৮ মুহাররামুল হারাম

৮৩২ হিজরী ওফাত দিবস

মাহবুবে ইয়াযদানী হযরত মাখদুম সুলতান সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী পাঠ করুন।

মুহাররামুল হারাম

১৪ বা ১৫ হিজরী কাদেসীয়ার যুদ্ধ

খেলাফতে ফারুকীতে ১০ হাজার মুসলমান ১ লাখেরও বেশি কাফেরের প্রতিধন্দ্বিতা করে, আল্লাহ পাক মুসলমানকে মহান বিজয় ও সাহায্য প্রদান করেন।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ফয়যানে ফারুকে আযম, ২/৬৬৮-৬৭৬" পাঠ করুন।

মুহাররামুল হারাম

১৪ হিজরী ওফাত মুবারক

হযরত আবু বকর সিদ্দিকের পিতা হযরত আবু কুহাফা উসমান বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, পৃষ্ঠা নং-৬৩,৬৪,৭৫" পাঠ করুন।

মুহাররামুল হারাম

১৬ হিজরী ওফাত মুবারক

কানিযে রাসূল, হযরত বিবি মারিয়া কিবতিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ফয়যানে মদীনা মুহাররামুল হারাম ১৪৩৯-১৪৪০ হিজরী এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "সীরাতে মুস্তফা, ৬৮৫ পৃষ্ঠা" পাঠ করুন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

" ফয়যানে মদীনা" এর সংখ্যাগুলো দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এবং মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনে বিদ্যমান রয়েছে।

অক্ষর সাজান?

মুহাররম ইসলামী বছরের প্রথম মাস। এই মুহাররমের ১০ তারিখ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শহীদ করা হয়েছিলো। ইমাম হোসাইনের আম্মাজানের নাম বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, তাঁর আব্বাজানের নাম হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ভাইজানের নাম হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ -صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি আর প্রিয় নবী তাঁদের দু'জনের নানাজান।

অ	স	দি	ফ	গ	হা	জ	ক	ল
প	হ	য়	ই	মু	হা	র	র	ম
খ	ম	ঘ	ড	য	হো	জ	আ	ত
ঢ	হা	সা	ন	ষ	সা	চ	লী	র
চ	মু	হা	ম্ম	দ	ই	ঠ	প	ল
ফা	তি	মা	ত	ড়	ন	য	অ	ঈ
স	ম	শ	র	ব	ম	থ	ধ	ণ

প্রিয় বাচ্চারা! আপনাদের উপর থেকে নিচে, ডান থেকে বামে অক্ষর মিলিয়ে ৫টি নাম খুঁজতে হবে, যেমন; ছকে "মুহাররম" শব্দটি খুঁজে দেখানো হয়েছে। এবার এই নামগুলো আপনারা খুঁজে বের করুন: (১) মুহাম্মদ (২) আলী (৩) ফাতিমা (৪) হাসান (৫) হোসাইন।

পিতামাতার প্রতি

শিশুদের জন্য মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার ব্যবহার



আসিফ জাহানযীব

আমরা যেই যুগে জীবন যাপন করছি, তাতে সন্তানের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অনেক সমস্যা রয়েছে, যাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো শিশু, মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়া, কেননা বর্তমানে পিতামাতারা অনেক ব্যস্ত, সন্তানের প্রশিক্ষণের জন্য সময় দেয়া একটি কঠিন কাজ, এখন পিতামাতা সন্তানের দুষ্টামী থেকে বাঁচার একটি সহজ মাধ্যম এটাই বানিয়ে নিয়েছে যে, স্মার্টফোন শিশুদেরকে দিয়ে দেয়া, কেননা যতক্ষণ সেই মোবাইল শিশুদের কাছে থাকবে শিশুদের দুষ্টামি থেকে পরিবারের লোকেরা নিরাপদ থাকবে, ঘরেও শান্তি বজায় থাকবে আর পিতামাতাও নিজের কাজ সহজে করতে পারবে।

এই কারণেই আমাদের শিশুরা মোবাইলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শিশুদেরও এই বিষয়ে খুবই এ্যাট্রাকশন অনুভূত হয়, কিন্তু স্যোশাল মিডিয়ার কারণে এই ছোট্ট মানসিকতায় কি প্রভাব পরে আমরা তা অনুমানও করি না, আসুন! স্যোশাল স্ক্রিন দেখা ও মিডিয়ার ব্যবহারে শিশুদের কি ক্ষতি হচ্ছে, তার একটি পর্যালোচনা লক্ষ্য করুন:

(১) একটি গবেষণা অনুযায়ী শুধুমাত্র ৪ মাসের শিশু স্ক্রিনের অভ্যস্ত হয়ে গেছে আর পিতামাতার অসাবধাণতার কারণে গড়ে একজন শিশু সাড়ে ৪ ঘন্টা স্ক্রিন দেখে।

(২) আমাদের সন্তানরা আজকাল কাটুন ও মুভি দেখার অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে শিশুদের রোল মডেল এবং পছন্দনীয় লোকেরাও কাটুনের হয়ে থাকে আর অদৃশ্যভাবে আমাদের সন্তানরা রাগী, ঝগড়াটে এবং জেদী হয়ে যাচ্ছে।

(৩) শিশুরা টাচ স্ক্রিন ব্যবহার তো খুব ভালভাবে জানে কিন্তু শারীরিক এক্টিভিটিতে শিশুরা দূর্বল। উদাহরণ স্বরূপ শিশুরা তাদের জুতা ভালভাবে পরিধান করতে পারে না কিন্তু smart phone ভালভাবেই ব্যবহার করতে পারে।

(৪) একটি সাইড এফেক্ট এটাও যে, আমাদের শিশুদের মাঝে একাগ্রতা কমে যাচ্ছে অর্থাৎ শিশু ঠিকভাবে কোন কাজ করতে পারছে

না, শিশুরা স্ক্রিনে লাফালাফি, চিৎকার চেচামেঁচি দেখে, আর তাই জীবনে ব্যবহার করে থাকে।

(৫) শিশুদের জন্য স্যোশাল মিডিয়ার ব্যবহারের একটি বড় ক্ষতি হলো যে, শিশুদের মাঝে গুনাহ ও হারামের পার্থক্য করা কমে যাচ্ছে আর দ্বীন থেকে দূরত্ব শিশুদের নিষ্পাপ মানসিকতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সম্মানিত পিতামাতা! শিশুদের প্রশিক্ষণ একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার জন্য অনেক বেশি সতর্কতা জরুরী, শিশুদের মোবাইল ব্যবহারের ব্যাপারে কয়েকটি আবেদন, এর উপর আমল করা হলে তবে মোবাইল ও স্যোশাল মিডিয়ার ক্ষতি কিছুনা কিছু আয়ত্বে আনা যেতে পারে।

(১) শিশুদের যদি মোবাইল থেকে দূরে রাখা সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে তাদেরকে মোবাইলে কি দেখানো উচিৎ, সেই বিষয়ে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, অতএব শিশুদেরকে শুধু ঐসব কিছুই দেখতে দিন, যা তাদের ব্যক্তিত্বে ভাল প্রভাব পড়বে।

(২) শিশুদের জন্য মোবাইল ব্যবহারের সময় ফিক্সড করে দিন এবং এতে কঠোরভাবে আমল করান।

(৩) শিশুদের শারীরিক এক্টিভিটিজের টাইম ও জায়গার ব্যবস্থা করুন, যাতে তাদের মনোযোগ স্ক্রিনের দিকে কমে যায়।

(৪) শিশুদেরকে যদি স্ক্রিনের মাধ্যমে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দিতে চান তবে এর জন্য মাদানী চ্যানেল এবং এতে প্রচারিত কাটুন খুবই উপকারী, যাতে শিশুদের চারিত্রিক প্রশিক্ষণও রয়েছে আর শিশুদের স্ক্রিন টাইমের শখও পূরণ হয়ে যাবে।

(৫) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনি নিজেই তাদের জন্য সময় বের করুন, কেননা যেই সময় আপনি দিবেন, তার বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না।

মাদানী ক্লিনিক

টাইফয়েড/ সান্নিপাতিক জ্বর





মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

টাইফয়েড রোগে সেলমোনিলা টাইফি (Salmonella Typhi) নামক একটি বিশেষ জীবাণুর কারণে হয়ে থাকে, এই রোগ ঐ দেশ গুলোতে বেশি প্রসার লাভ করে, যাদেরকে যদিও উন্নত বলে গন্য করা হয় কিন্তু তাতে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থাপনা খুবই খারাপ।

লক্ষণ Signs :

টাইফয়েডের লক্ষণ: (১) অল্প জ্বর (২) মাথা ব্যথা ও সারা শরীর ব্যথা (৩) দূর্বলতা ও ক্লান্তি (৪) কোষ্টকাঠিন্য (৫) বমি বমি ভাব (৬) পেট ও বুকে (Chest) অস্থায়ী গোলাপী ছোপ ছোপ দাগ।

এই লক্ষণগুলো ইনফেকশন হওয়ার সাথে সাথেই চৌদ্দ দিনের মধ্যেই প্রকাশ হওয়া শুরু হয়ে যায়। শিশুদের জন্য এই ইনফেকশন বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে, অতএব যদি শিশুদের মাঝে টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে সাথেসাথেই ডাক্তারের নিকট নিয়ে যান।

কারণ Causes :

টাইফয়েড একটি জীবাণু থেকে ছড়ায়। বিশেষ করে এমন রোগী থেকে ছড়ায় যারা ইস্তিঞ্জাখানা থেকে এসে হাত ধৌত করে না এবং অপরকে খাবার দেয়, এছাড়াও না ধুয়ে সবজি ও ফ্রুট ব্যবহার করাও শরীরে এই ইনফেকশন ছড়ানোর কারণ হয়ে থাকে। সাধারণত যেসকল শিশুদের রোধ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity system) দূর্বল, তারা দ্রুত এই রোগের শিকার হয়ে যায়।

জটিলতা Complications :

যদি সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা না হয় তবে যেই জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে তা হলো: (১) ওজন কমে যাওয়া (২) মারাত্মক ডায়রিয়া (Diarrhea) (৩) প্রচন্ড জ্বর (৪) অস্থিরতা (Anxiety)/ অসাড়তা (Numbness) হওয়া।

যদি আপনি শিশুকে এমন এলাকায় বা দেশে নিয়ে যান, যেখানে টাইফয়েড জ্বর ছাড়িয়ে পড়েছে তবে এই রোগের আক্রমণ থেকে সতর্কতা এবং বেঁচে থাকার উপায় অবলম্বন করা জরুরী।

রোগ নির্ণয় Diagnosis :

সাধারণত এই রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তাররা লক্ষণ সমূহ জিজ্ঞাসা করে শিশুদের চেকআপ করে থাকে এবং শিশুদের রক্ত ও পায়খানা টেষ্ট করিয়ে থাকে, অতঃপর শিশুর অবস্থা অনুযায়ী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় বা ঘরে থাকা অবস্থায় মুখে খাওয়ার ওরাল এন্টিবায়োটিক (Oral Antibiotics) দ্বারা চিকিৎসা শুরু করা হয় আর যদি টাইফয়েড অতিরিক্ত হয় তবে শিরার মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক (Intravenous Antibiotics)ও দেয়া যেতে পারে।

চিকিৎসা Treatment :

জীবণুনাশক ঔষধ (Antibiotic) এর সময়মতো ব্যবহারে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে শিশুর অবস্থা উন্নতি হতে থাকে এবং ব্যথা ও জ্বর ভাল হয়ে যায় কিন্তু দু'টি বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিৎ, একটি হলো যে, এন্টিবায়োটিকের কোর্স পুরো শেষ করা, যাতে জটিলতা থেকে বাঁচা যায় আর দ্বিতীয়টি হলো যে, জ্বর কমানোর জন্য কোন ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত দিবেন না, তাছাড়া শরীরে পানি স্বল্পতা পূরণ করার জন্য সাধারণ পানি এবং বিভিন্ন পানীয় পান করান।

প্রতিরোধ Prevention :

টাইফয়েড থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধ হিসেবে তাকে ফুটন্ত পানি পান করান, নিজের হাত পরিষ্কার রাখুন, শিশুকেও শিখান যে, প্রতিবার খাবার খাওয়ার পূর্বে সাবান দিয়ে হাত ধৌত করুন এছাড়াও গোসলখানা/ইস্তিঞ্জাখানা থেকে আসার পরও হাত ধৌত করুন এবং এরূপ ফল ও সবজি বেশি ব্যবহার করুন, যা ছিলকা চিলে খাওয়া হয় এবং রান্না করা হয়, যেমন; কলা, মটর এবং লাউ ইত্যাদি। বাইরের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, প্রয়োজনে সর্বদা নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করুন।

টিকা Vaccination :

২ বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ইনফেকশন থেকে বাঁচায়।

জ্বরের রূহানী চিকিৎসা

যার জ্বর হয়েছে, সে সাতবার এই দোয়াটি পাঠ করুন: بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔ (মুসতাদরিক হাকিম, ৫/৫৯২, হাদীস ৮৩২৪) যদি রোগী নিজে পড়তে না পারে তবে অন্য কোন নামাযী ব্যক্তি সাতবার পাঠ করে ফুঁক করে দিবে বা পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করিয়ে দিবে, اِنْ شَآءَاللّٰه জ্বর কমে যাবে। একবারে জ্বর না কমলে তবে বারবার এই আমল করুন। (কাজের অযীফা, ৫ পৃষ্ঠা)



নিজের সমস্যা কার সাথে ডিসকাস করবে?

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিছু সমস্যায় ডুবে ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের সমস্যা ঘরের কাউকে বলতেন না, এর কারণ তিনি কিছুটা এভাবে বলেন: "আমি জানি যে, আমার সমস্যার সমাধান আমার পরিবারের কাছে নেই, বর্তমানে তো শুধু আমি সমস্যায় আছি, যদি আমি আমার এই সমস্যা আমার পরিবারের কাছে শেয়ার করি তবে আমার পাশাপাশি তারাও চিন্তিত হয়ে যাবে আর আমার সমস্যা আরো বেড়ে যাবে কমবে না।"

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে চিন্তা ও সমস্যা মানুষের জীবনের একটি অংশ, জীবনকে সহজ করার জন্য তা সময়মতো সমাধান করাও জরুরী, এর জন্য কারো না কারো সাথে কথাও বলতে হয় কিন্তু মানুষ যেনো কথা তার সাথেই বলে, যে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সকলের সামনেই নিজের কথার পুস্তক খুলে বসে যাওয়া নিজেরই সম্মান ও সম্ভ্রমের ক্ষতি করা। তাছাড়া এই বিয়ষটিও নিজের মানসিকতায় গেঁথে নিন যে, "সাধারণ ভাবে সমস্যা তার নিজস্ব সময়েই সমাধান হবে" উদাহরণ স্বরূপ অনেক সময় দরজায় আঙ্গুল আটকে যায় আর রক্ত জমাট বাঁধার কারণে নখে কালো দাগ হয়ে যায়, এই দাগ দূর করার জন্য আপনি যতই ঔষধ ব্যবহার করুন না কেন, দাগ দূর হয়না বরং তা দূর করার জন্য আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, ধীরে ধীরে প্রথমে ব্যথা দূর হয় অতঃপর একটা সময় আসে যে, সেই দাগও মিটে যায়। অনুরূপভাবে সকল সমস্যা না হলেও তবে অনেক সমস্যা এমন হয়ে থাকে, যার চিকিৎসা "সময়ে" হয়ে থাকে, তা তার সময়ে শুরু হয় আর তার সময়েই দূর হয়ে থাকে, তা কম সময়ের সমস্যাও হতে পারে আর বেশি সময়েরও, কিন্তু সেই সমাধান তার নিজের সময়েই হয়ে থাকে, তা সমাধান করা ও দূর করার চেষ্টা করা উচিৎ, কিন্তু যখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তখন সেই চেষ্টা কাজে আসে, তাই অনেক সমস্যায় ধৈর্য ধারন করা ব্যতীত উপায় থাকে না।

মেডিক্যালি ডাক্তাররা একটি ট্রাম ব্যবহার করে থাকে, যাকে "ওয়েট এ্যন্ড ওয়াচ" বলা হয়, এর অর্থ হলো, প্রথমবার ডাক্তার আপনাকে ঔষধ দিবে না, বলবে যে, আপনি সামান্য টাইম ফ্যাক্টর ইউজ করুন, হয়তো আপনার এই সমস্যা নিজে নিজেই সমাধান হয়ে যাবে, তাছাড়া মানসিকভাবে এতে এটাও হয়ে থাকে যে, যখন প্রবলেম শুরুতে আপনার নিকট আসে তখন আপনি জানবেনই না যে, আমি এর প্রতিরোধে কি করবো আর কি করবো না? তাড়াহুড়োর কারণে আপনি সত্যিকার অর্থে এটি পর্যবেক্ষণও করতে পারেন না, আর হতে পারে প্রবলেম অনেক ছোট কিন্তু আপনার চিন্তিত ও নার্ভাস হওয়ার কারণে সেই ছোট প্রবলেমও বড় হয়ে যায়, উদাহরণ স্বরূপ দুশ্চিন্তার (Anxiety) ট্রিটমেন্ট প্রথমত এমনভাবে হয়ে থাকে যে, যার কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা হয় তাকে বলা হয় যে, আপনি

আরাম করে বসে যান, কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার দুশ্চিন্তা নিজে নিজেই দূর হতে শুরু করবে। তো সমস্যা সমাধানের জন্য একেতো টাইম ফ্যাক্টর অনেক বড় ইস্যু, হঠাৎ সমস্যা আসে তো শুরুতে আপনি এতে এক দুই ঘন্টা বা এক দুই দিন নিজের মাঝেই সীমবদ্ধ রাখুন, ততক্ষণে হয়তো সেই সমস্যা নিজে নিজেই সমাধান হয়ে যাবে অথবা হতে পারে যে, আপনার মনেই কোন ভাল সমাধান এসে যাবে।

দ্বিতীয় জরুরী বিষয়টি হলো, আপনি আপনার সমস্যা ডিসকাস কার সাথে করছেন, যাকে আপনি আপনার সমস্যা বর্ণনা করছেন, সে আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারবে নাকি পারবে না, যদি সে করতে না পারে তবে এখন এর পরিবর্তে দু'জনই প্রবলেমের শিকার হয়ে যাবে বরং অনেক সময় ডিসকাস করাতে পুরো পরিবার চিন্তায় পড়ে যায়, কেননা ঘরের বাইরের সমস্যা ঘরে আলোচনা করাতে ঘরে Panic (ভয় ও বিষন্নতা) ছড়ায় এবং আপনার পরিবারের লোকেরা চিন্তা ও টেনশনের শিকার হয়ে যায়, প্রথমে আপনার স্ত্রী নরমাল ছিলো, ঘরে কাজকর্ম করা, জিনিসপত্র উঠাতে ও রাখতে তার কোন প্রবলেম ছিলো না, কিন্তু যখন আপনি বাইরের সমস্যার আলোচনা করে তাকে টেনশন দিলেন তখন সে প্লেটও ফেলে দিতে পারে, কাপও তার হাত থেকে ছুটে যেতে পারে, চুলায় তার হাতও জ্বলে যেতে পারে আরো অনেক কিছু তার হয়ে যেতে পারে, কেননা তার মাঝে আতঙ্ক শুরু হয়ে যায় এবং "আতঙ্ক ডট কম" ঘরে শুরু হয়ে গেলে তবে এই ওয়েব সাইট অনেক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। অনুরূপ ভাবে অনেকসময় কিছু ইসলামী ভাইয়ের স্বভাব সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, তারা নিজের সংগঠনের সমস্যাও ঘরে ডিসকাস করে থাকে অথচ সংগঠনের বিষয় ঘরে ডিসকাস করার সুযোগই নেই, বরং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তো পদ্ধতি এমন যে, নিজের সমস্যা সংশ্লিষ্ট ইসলামী ভাইকে বলে চুপ হয়ে যাওয়া, যেমন; নিজের নিগরানের সাথে কথা বলে চুপ হয়ে যাওয়া, কিন্তু কিছু ইসলামী ভাই নিগরানের সাথে কথা বলে তো চুপ হয়ে যায় তবে ঘরে সবার সাথে কথা বলে, অথচ সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান ঘর থেকে আসে না, অনুরূপ ভাবে ব্যবসার সমস্যার সমাধানও ঘর থেকে আসে না, তবে ব্যবসায় আয় কম এবং আয় কমার কারণে ঘরে আপনি ব্যয় ডিসকাস করতে চান তবে তা টপিক হতে পারে যে, এ ব্যাপারটি আপনি ঘরে ডিসকাস করুন।

অনুরূপ ভাবে অনেক সমস্যা মানুষের ফিজিক্যালি হয়ে থাকে, যা যদি ঘরে আলোচনা করা হয় তবে পরিবারে সদস্যরা চিন্তিত হয়ে যায়, যদি প্রয়োজন না হয় তবে এর আলোচনাও ঘরে করবেন না, ঘরের বাইরের সমস্যা ঘরে আলোচনা করার অনেক বড় একটি খারাপ দিক হলো যে, এমতাবস্থায় সাধারণ গীবত, অপবাদ, কুৎসা এবং কুধারণার মতো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আমার সকল আশিকানে রাসূলের নিকট আবেদন! ধৈর্যও সাহসের সহিত কাজ করুন, অযথা নিজের সমস্যা সকলের নিকট বর্ণনা করবেন না এবং প্রবলেম সময়মতো সমাধানের জন্য শুধুমাত্র র্সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলুন। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করুক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পেরেশানি থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত

নতুন কিতাব

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা

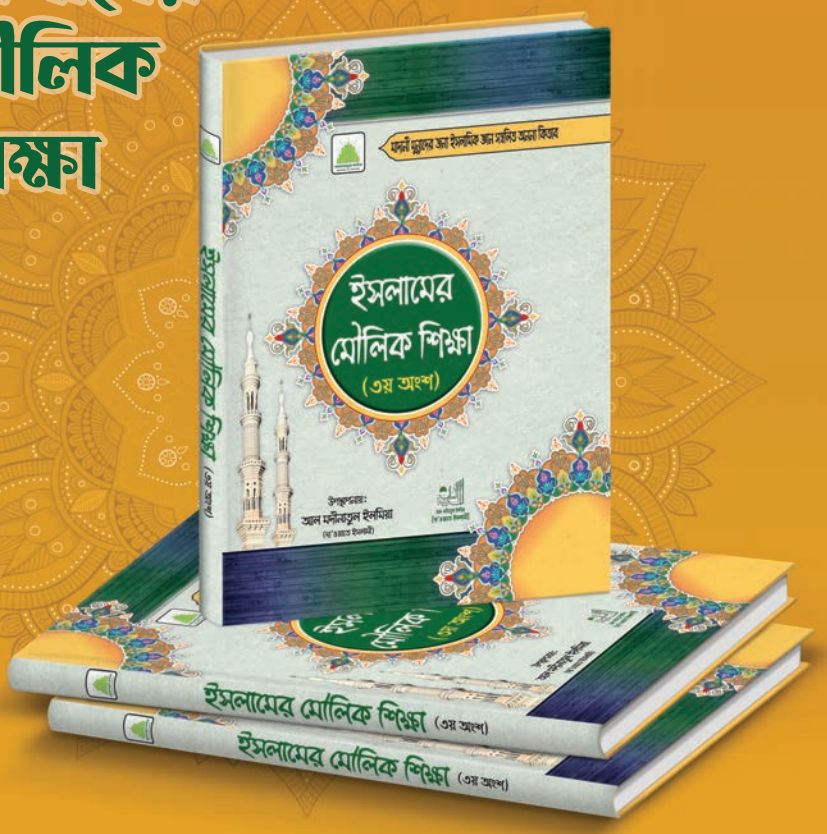

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net

01180401